সাবিত্রী

[স্বরলিপিসহ নাটিকা]

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ছয় আনা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
১২৩।১ আপার সার্কুলার রোডস্থ
দীপালী প্রেসে মুদ্রিত এবং
দীপালী কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত

ভূমিকা

ছাত্রছাত্রীদের অভিনয়ের উপযোগী করিয়া এই নাটিকাখানি লিখিত। অদ্য সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক রামমোহন লাইব্রেরী হলে ইহার প্রথম অভিনয় হইল।

আমার অন্য নাটকগুলি বাংলা আসাম ও বিহারের বহু স্কুল ও কলেজে অভিনীত হইয়াছে কিন্তু গানের সুরের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিব্রত হন্ বলিয়া, এবার সাবিত্রীর গানগুলির সম্পূর্ণ স্বরলিপিও প্রদত্ত হইল যাহাতে আর কোথাও কাহারও কোনও অসুবিধা না ঘটে। ইতি—

সন ১৩৪৫ সাল ১৮ই ভাদ্র, রবিবার—

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৮
কলিকাতা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কুশীলব

অশ্বপতি—মদ্ররাজ, সাবিত্রীর পিতা

দ্যুমৎসেন—ভূতপূর্ব্ব শাল্বরাজ, সত্যবানের পিতা

সত্যবান্, নারদ, বৈতালিক, কাশী, কাঞ্চী, কোশল, বিদর্ভ, মলয়, বঙ্গ ও কলিঙ্গের নরপতিগণ, রাজগুরু, ভাট, মন্ত্রী, যম, সূর্য্য, অনুচরগণ ইত্যাদি

মালবী—সাবিত্রীর মাতা

শৈব্যা—সত্যবানের মাতা

পুরনারীগণ, সখীগণ, তাপসবালিকাগণ, পরিচারিকাগণ ইত্যাদি।

কবিবন্ধু

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

করকমলে—

-:•:-

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অপরাহ্ন

[বিবিধ মাঙ্গলিক চিহ্নাদিশোভিত মদ্ররাজসভা।
কাশী, কাঞ্চী, কোশল, বিদর্ভ, মলয়,
বঙ্গ, কলিঙ্গ, প্রভৃতির রাজগণ সুসজ্জিতভাবে
স্বয়ম্বর সভায় আসীন।
পটোত্তোলনের পূর্ব্ব হইতেই নেপথ্যে বৈতালিকের গান]

গান

জয় সাবিত্রী, সবিতৃসুতা
তেজোমহিম জ্যোতির্ম্ময়ী।
মহামহীয়সী হে মহামানবী
ধরণী ধন্য করিলে অয়ি॥
আয়ত যুগল নয়নে তোমার
নীলাম্বু-ইন্দু-কিরণ-বিথার
চরণে লুটায় শতদলমায়া
অঙ্গে দীপ্তি মরণজয়ী॥

কাশী। রাজগণ,
বৃথা তব হেথা আগমন—

কাঞ্চী। কেন?

কাশী। কেন? বুঝিতে নারিছ কেন?
হেরি মোর ভুবনমোহন রূপ
অপরূপ উচ্ছল যৌবন..
ফিরিবে না সাবিত্রীর আঁখি।
বরমাল্য দিতে হবে
এই মোর কণ্ঠে সুনিশ্চিত।

কাঞ্চী! কাশীরাজ, বাতুল হয়েছ তুমি?
দর্পণে আপন মুখ দেখেছ কি কভু?

কোশল। রমণী নিজেই রূপের সাগর,
নররূপে তারা কভু মুগ্ধ নাহি হয়;
রমণীরে আকর্ষিতে, চাই
ধনরত্ন-বিলাস-সম্ভার—
যাহার অভাব নাই কোশলরাজের।
সাবিত্রী তা জানে ভাল,
কাজেই, সাবিত্রী আমার বধূ সুনিশ্চিত

বিদর্ভ। নিজ নিজ উন্মাদ কল্পনা লয়ে,
থাক' সুখে রাজগণ;
আর কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিলে—
দেখিবে এখনি,
রামধনুসম তোমাদের
কল্পনার মোহন মূরতি,

বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে পড়িবে গলিয়া।
মদ্ররাজপুত্রী সাবিত্রী সুন্দরী
বরমাল্য দিবে যবে মোরে—
মোরে, মোরে—বিদর্ভরাজেরে।

[সকলের উচ্চহাস্য]

রমণী চাহে না রূপ, ধন, রত্ন, মান,
রমণী বীরের ভোগ্যা।
বীরেন্দ্র বিদর্ভরাজ সাবিত্রীর পতি।

মলয়। রাজগণ,
বৃথা অহঙ্কারে আর আত্মপ্রশংসায়
না করিয়া কালক্ষেপ,
ধৈর্য্য ধরি, তিষ্ঠ ক্ষণ কাল।
আশা মায়াবিনী
দুরাশার স্বর্ণমৃগপিছনে ছুটিয়া,
হতাশার বেদনারে করিবে অসহ।

বঙ্গ। সত্য কথা কয়েছেন মলয়কুমার,
সাবিত্রী সে সবিতার মানসদুহিতা,
তেজস্বিনী, অগ্নিসমা, অসামান্যা নারী—
রূপে গুণে তেজে যার নাহিক তুলনা
মহীর মানবমাঝে ;
পেতে হলে পত্নীরূপে তাঁরে
পতিরও যে চাই সে সাধনা !

কলিঙ্গ। ধর্ম্মে ন্যায়ে ভক্তি ও সাধনে
কলিঙ্গরাজের নাম বিদিত ভুবনে।

ধর্ম্ম যদি হয় পণ মদ্র-দুহিতার
সাবিত্রীর পাণি তবে
মোর পাশে বাঁধা পড়ে আছে।
রাজগণ, বৃথা কেন অপেক্ষিয়া তবে,
সময়ের অপব্যয় করিছেন সবে ?
বরং চলিয়া যান ;
হতমান হয়ে, পিছে পড়ে থাকি,
লজ্জা গ্লানি মুখে মাখি,
সর্ব্বশেষে অধোমুখে চলে যাওয়া চেয়ে,
মানে মানে সময় থাকিতে
পলায়ন ঢের ভালো—

[সকলের পুনরায় অট্টহাস্য ও অকস্মাৎ হাসি বন্ধ।
অশ্বপতি, রাজগুরু, পুরোহিত, মন্ত্রী ও ভাটের পশ্চাতে বধূবেশে সজ্জিতা
বরমাল্যহস্তে অবনতমুখে ধীর পাদ-বিক্ষেপে
সাবিত্রীর প্রবেশ।
রাজগণ আসনত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল।
অলিন্দে মালতী ও পুরনারীগণের প্রবেশ ও উপবেশন।
দণ্ডায়মান রাজগণের উপবেশন]

অশ্ব। অভ্যাগত নৃপগণ,
বহু ভাগ্য মোর,
এ পুরী পবিত্র আজি
ভবদীয় পদরেণু লভি।
লউন সকলে আপনারা
সবিনয় এ অভিনন্দন অধীনের।

সকলে। সাধু, সাধু—

অশ্ব। এই কন্যা মোর,
সবিতার বরজাত সাবিত্রী আমার।
অপুত্রক আমি,
মাতা মোর পুত্র কন্যা তুই।
পুত্রের অভাব আমি ভুলিয়াছি এরি মুখ চেয়ে।
প্রকৃতির এমনি বিচার,
পিতৃগৃহে কন্যার নাহিক ঠাঁই—
পরঘরে তার নিত্য আপনার ঘর।

রাজগুরু। স্বামীগৃহ রমণীর
পরঘর নহে মহারাজ।
রমণীর সেই নিজঘর জন্মজন্মান্তের।
কর্ত্তব্য পিতার
সুশিক্ষিতা করিয়া কন্যায়,
সুপাত্রের করে সমর্পণ।

অশ্ব। সত্য কথা, গুরুদেব,
পিতৃমাতৃস্নেহ কিন্তু বড় স্বার্থপর।

রাজা। যে-স্নেহ স্নেহের পাত্রে বঞ্চিত করিয়া
স্নেহকারী জনে দেয় সুখ—
সে-স্নেহ কলঙ্ক, পাপ, তাহা স্বার্থপর;
স্নেহ—সূর্য্যসম পবিত্র, উজ্জ্বল,
পড়ে যার পরে
তারেই উজ্জ্বল করে,
পবিত্র কল্যাণময় প্রাণরসে করে সঞ্জীবিত।

অশ্ব। গুরুদেব.
হৃদপিণ্ডের মত যারে
বুকে করি করেছি মানুষ,
বিদায় করিতে তারে চুর্ণ হবে বুক.
এ তো স্বাভাবিক।
উচিত ও অনুচিত, বুদ্ধি ও হৃদয়,
কর্ত্তব্য ও স্নেহ,—
এ উভয়ে চিরন্তন বাজে যে বিরোধ,
যে-বেদনা জন্মে এই সমুদ্রমন্থনে,
তাহাই যে করিয়াছে মানুষে মানুষ।
মানুষ সে অতীব দূর্ব্বল ঃ
বিবেক, কর্ত্তব্য, বুদ্ধি, জ্ঞান—
স্নেহ প্রেমে চিরদিন
ভেসে যায় ক্ষুদ্র তৃণ সম।
এ সংসার তাই মানুষের
বেদনায় অশ্রুজলে বিরহে বিয়োগে
কভু মায়াময় দুঃসহ ভীষণ,
কখনো আনন্দে সুখে মিলনে ও প্রেমে
আলোময় একান্ত আপন।
এই আলো-ছায়া-ভরা
সুখ-দুঃখে সংসারের বৈচিত্র্য, স্বরূপ।

রাজ। আজ যাহা বড় দুঃখ তব
কাল তাহা হবে মনোরম ;
আজিকার সুখ হয়

রজনীপ্রভাতে মৃত্যুশেল সম।
সংসারের এই বিধি
চিরন্তন এই তো নিয়ম।

অশ্ব। তাই এই স্বয়ম্বরসভামাঝে
কন্যারে আনিয়া দিনু,
মনোমত পতি লাভ করি
কন্যা হোক সুখী, তার
তার সুখ সূর্য্যালোক-পাতে
আমাদের অন্তরের গ্লানি যাক্ মুছে।

ভাট। (সাবিত্রীকে মধ্যস্থলে দাঁড় করাইয়া)
হের মাতা, কাশীশ্বর ইনি—

[সাবিত্রী একবার চাহিয়া, নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল]

ইনি কাঞ্চীপতি— [সাবিত্রী ঐ]
কোশল-নৃপতি ইনি— [ঐ ঐ]
বিদর্ভের রাজপুত্র ইনি [ঐ ঐ]
মলয়রাজের ভ্রাতা
মলয়ের ভাবী অধীশ্বর—[ঐ ঐ]
ইনি বঙ্গেশ্বর— [ঐ ঐ]
কলিঙ্গকুমার ইনি— [ঐ ঐ]
মাতা,
মোর মুখে শুনিয়াছ সবাকার কথা,
যারে বাঞ্ছ' তুমি,
তাঁরি গলে কর' মাল্যদান।

[সাবিত্রী নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল]

অশ্ব। (ব্যস্ত ও ভীতভাবে)
মাতা, সাবিত্রী, কর' মাল্যদান—

রাজ। লগ্ন বয়ে যায়, মাতা—
[সাবিত্রী তথাপি নিশ্চল]

কাশী। মহারাজ অশ্বপতি,
বুঝিলাম, এ কন্যার যোগ্য পাত্র হেথা কেহ নাই।
অলোক-সম্ভবা কন্যা
গায়ত্রীর মত তেজস্বিনী,
পারিব না পত্নীরূপে হেরিতে ইহারে।
আশীর্ব্বাদ করি মাতা,
মনোমত পতি লভি চিরসুখী হও। [প্রস্থান

কাঞ্চী। কাশীরাজ, সত্যবাদী,
আমারো প্রণাম লও, সাবিত্রী জননি। [প্রস্থান

কোশল। মাতা,
জানিতাম পূর্ব্বে যদি
হেন তেজোময়ী তুমি,
আমি কভু নাহি আসিতাম।
লোকে মোরে বোকা বলে,
কিন্তু, যতখানি ভাবে তারা
তত বোকা নহি আমি।
তুমি বাপু, যাহা ইচ্ছা কর',
যারে খুশী বরমাল্য দাও—
আমারে বাঁচাও, আমি চলিলাম—
[প্রস্থান

বিদর্ভ। মহারাজ অশ্বপতি,
আপনার কন্যার চরণে
নিবেদিয়া প্রণতি আমার
লইনু বিদায়।
এ কন্যা নরের পত্নী হ'তে জন্মে নাই। [প্রস্থান

মলয়। রাজা,
দেবকন্যা দেখাইয়া,
এ তোমার কি রহস্য আমাদের সাথে ?
এই তব প্রতারণা,
এ নিষ্ঠুর রসিকতা করি,
করিলে যে অপমান,
দিব তার যোগ্য প্রতিশোধ— [প্রস্থানোদ্যম

অশ্ব। মলয়পতি, মলয়পতি—

মলয়। (যাইতে যাইতে) শুনিব না, কোন কথা— [প্রস্থান

বঙ্গ। আমি জানিতাম, মাতা,
নরভোগ্যা নহ তুমি,
সবিতার মানস দুহিতা।
জগন্মাতারূপিণী, জননি,
সন্তানের লহ গো প্রণাম। [প্রস্থান

কলিঙ্গ। জীবন হইল ধন্য তোমারে নেহারি ;
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম তব রক্ষা করিবেন,
মিলাবেন তব যোগ্য বর। [প্রস্থান

[অশ্বপতি হতাশভাবে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া, ক্ষুণ্ণভাবে বসিয়া পড়িল।
মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইল]

অশ্ব। গুরুদেব, এই ছিল ভালে ?

রাজ। ভয় নাই, মহারাজ,
কন্যা তব অসামান্যা, জ্যোতিরূপা দেবী,
এ নহে মানবী,
মানবের ভোগ্যা নহে মাতা।

মালবী। গুরুদেব,
আর বৃথা স্তোকবাক্যে ভুলায়োনা মোরে !
'দেবী' 'দেবী' শুনিতে শুনিতে
কান ঝালাপালা, হয়েছে অসহ।
একে একে সব গেল, কৈশোর যৌবন,
ষোড়শ বৎসর হল বয়স যাহার,
জুটিল না বর, রহিল অনূঢ়া,
হেন খণ্ডভাগ্য কন্যা, হেন অলক্ষণা,
রাজ্যে, গৃহে, পরিবারে, সমাজে যে
মূর্ত্তিমতী অমঙ্গল হেন,
তাহারে কহিছ তুমি, "এ নহে মানবী।"

অশ্ব। মহারাণি,
বৃথা নিন্দ মাতারে আমার।
বৃথা শোক, বৃথা এ ভাবনা তব।
যবে যার হইবে সময়
তার পূর্ব্বে ঘটিবে না তাহা।
জন্ম মৃত্যু পরিণয় বিধাতার হাতে,
মানুষের তাতে কোনো হাত নাই।
সাবিত্রীর তরে, আছে তার বর—

জানি না আমরা কোথা,
অলোক-সামান্য কোন্ মহাতপস্যায়।

রাজ। আমারো বিশ্বাস তাই।

মালবী। এক ভস্ম আর এক ছাই!
যেমন হয়েছে পিতা, তেমনি কি গুরু?
কারু যদি থাকে কোন বোধ?
আরে বাপু,
কন্যা যদি চিরকাল রহিল অনূঢ়া,
বর না জুটিল,
বলিবে তোমরা তবু
অসামান্যা কন্যা এই, এ নহে মানবী!
ভারতের নৃপগণ,
যাহাদের ঘরে এর ঠাঁই,
সকলেই গেল যদি ফিরে—
কোথা তবে হবে বিয়ে শুনি?
মানব সমাজে যদি নাহি জুটে বর,
ভেবেছ আসিবে বর স্বর্গলোক হতে—
ইন্দ্রের তনয় কিম্বা চন্দ্রের শ্যালক
অথবা ব্রহ্মার নাতি,
গ্রহণ করিতে পাণি কন্যার তোমার?

অশ্ব। হয়ত আসিবে তাই—

মালবী। নির্লজ্জ!
এত বড় আইবুড়া কন্যা যার ঘরে
কেমনে রুচিছে তার মুখে অন্নজল?

কেমনে দেখাও মুখ মানবসমাজে ?
কেমনে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও রজনীতে ?

[সাবিত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে হাতের মালা ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল]

অশ্ব। মহারাণি, থাম, থাম—
দেখ দেখি কি আঘাত হানিলে ও-বুকে ?
ছি, ছি, নারী তুমি, মাতা তুমি,
হয়োনা কঠোর, হয়োনা অবুঝ,
কন্যার কি দোষ ইথে ?

মালবী। কি দোষ ? কেন ?
কি এমন দেবী এসেছেন,
ধরিল না মনে তার রাজেন্দ্রসমাজ ?
যোগ্য নয় কেউ কি উহার ?

রাজ। সত্য কথা, কেউ যোগ্য নয় ।
শুনিলে তো কি বলিয়া গেল তারা ?
পত্নীরূপে সাবিত্রীরে কেউ না হেরিল,
মাতা বলি সকলেই করিল প্রণাম ।

মালবী। (ভেংচাইয়া) ওঃ—
মাতা বলি সকলেই করিল প্রণাম ।
বিবাহের নাম নাই, মাতা হওয়া হল !
ব্যস্—সব দুঃখ হল অবসান
আর কিবা ভয় ?

[নারদের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

গান

ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
দুর্ব্বল মনে বাসা বেঁধে ভয়
দেখায় কেবল বিভীষিকাই ॥
ভয়ের ছায়ায় ঢাকিস্‌নাক' আলো
ওরে অবোধ আশায় আলো জ্বালো
শঙ্কাহরণ শঙ্খনাদে—
অভয়বাণী শুনিস্ নাই ?

অশ্ব। স্বাগত দেবর্ষি,
মহাপুণ্যফলে
পেনু তব চরণ দর্শন।
রাজপুরী মদ্রভূমি পবিত্র হইল। [প্রণাম

রাজ। জীবন সার্থক হ'ল।
দেবের দুর্ল্লভ তব পদরেণু লভি— [প্রণাম

মালবী। ঠাকুর, প্রণাম লহ— [প্রণাম
পড়েছি বিপদে মহা সাবিত্রীরে লয়ে,
কর আশীর্ব্বাদ,
পরিত্রাণ পাই যেন এই যাত্রা মোরা—

নারদ। বিপদ ? বিপদ কিসের মাতা ?

মালবী। ভারতে মিলিলনাক' সাবিত্রীর বর,
তবে কি বিবাহ তার হবে না ঠাকুর ?

নারদ। সাবিত্রী, সাবিত্রী,
সবিতার অংশভূতা মহামহীয়সী
সাবিত্রীর বর ভবে সত্যই দুর্ল্লভ !

মালবী। তুমিও কহিছ তাই ?
পাগল করিলে মোরে তোমরা সকলে !
আরে বাপু,
কি যে ভাব তোমরা সকলে
বুঝিতে না পারি।
জননী কি পারে কভু সুস্থির থাকিতে
ষোড়শী অনূঢ়া কন্যা যার ঘরে ?
জননীর উদ্বেগ বেদনা
তোমরা বোঝ না কেউ,
তাই কহ মস্ত মস্ত গালভরা কথা।

রাজ। দেবর্ষি,
মহারাণী অতীব চঞ্চল
সাবিত্রীর পরিণয় তরে।

নারদ। খুবই স্বাভাবিক—

অশ্ব। স্বয়ম্বরসভায় আজিকে
ভারতের সব রাজা
হয়েছিল সমবেত—

মালবী। কিন্তু,
কাহারেও সাবিত্রীর মনে ধরিল না।

নারদ। ঠিকই হয়েছে—

মালবী। তার অর্থ ?

নারদ। অর্থ তার এখনো বোঝ নি ?

রাণী। (কঠিন ভাবে) না, কি বলিতে চাহ তুমি ?

নারদ। আমি আর বলিব কি ?

ভারতের রাজারণ্যে নাহি হেন তরু
যে রসালে করিবে আশ্রয়
সাবিত্রী-লতিকা !

মালবী। কোন্ সে চুলোর তরে
যাবে মোর এ দেবী কুমারী ?

অশ্ব। (ভৎসনার সুরে) মহারাণি—

নারদ। যাবে একস্থানে সুনিশ্চিত,
তবে সে চুলোয় নয়—
আর তার ঠিকানাও জানি না এখন।

রাজা। মহারাণি,
স্থির ভাবে কথা কও দেবর্ষির সাথে—

মালবী। তোমরা কি বুঝিবে এ ব্যথা ?
তোমরা অকৃতদার, পুত্র কন্যা নাই,
নাহি কোন আপনার জন,
নাহিক সমাজ, কন্যার বিবাহ—
এ ব্যথা যে কি, তা' বোঝান' সঙ্কট—

নারদ। বোঝালেও বুঝিতে নারিব, মাতা—

অশ্ব। দেবর্ষি, কি করিব দেহ উপদেশ—

নারদ। মহারাজ,
মোর কথা শোন' যদি তুমি,
স্বয়ম্বরে সাবিত্রীরে দাও পাঠাইয়া।
আপনার পতি, মাতা
আপনিই চিনিয়া লইবে !
তুমি আর কত লোক আনিবে ধরিয়া ?

মালবী। (সবিস্ময়ে) সাবিত্রী যাইবে তার পতিঅন্বেষণে ?

নারদ। হাঁ, মাতা—

রাজা। এই যুক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—

অশ্ব। মন্ত্রিবর, রথ সজ্জা কর'—
তুমি সঙ্গে যাবে সাবিত্রীর,
আর, যত ইচ্ছা অনুচর লও—

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা, মহারাজ। (প্রস্থান)

মালবী। (চিন্তিত ভাবে) কিন্তু একি ঠিক হবে—
ষোড়শী যুবতী যাবে পতির সন্ধানে ?

রাজা। কোন ভয় নাই,
মন্ত্রী মহাশয় আর রাজ-অনুচর—
রবে সাথে সতত মাতার—

মালবী। (চিন্তিত ভাবে) তা তো রবে, তবে
রাজকন্যা বাহিরিবে পথে পতি লাগি
এ যেন কেমন লাগে—

নারদ। ঘরে বসে হবে না যা',
করিতে হইলে তাহা,
পথের আশ্রয় নিতে দোষ কি বা মাতা ?

মালবী। তবু পথে—

নারদ। পথে কভু ভাবিও না ছোট,
পথই পৌছায়ে দেয় গৃহের মাঝারে,
পথ ছাড়া ঘর নাই !
তাই আমি পথ সার করি,
দিবা নিশি ঘুরি পথে পথে।

গান

পথের মাঝে তারি দেখা পাই।
ঘরে যারে পাই নি খুঁজে ভাই॥
পথের ধূলোয় ধূলোট সে যে করে
　　　　পথিকে দেয় পথেরি সন্ধান,
অন্ধ জনের পান্থ সখা সে' যে
　　　　আতুর তাহার আদুরে সন্তান,
পথের মালিক দেয় না দেখা তবু—
পথিক আমি পথেই তাঁরে চাই॥

[পটক্ষেপণ]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সূর্য্যমন্দির—প্রভাত

সাবিত্রী সূর্য্যপূজা করিতেছিল—

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে
জগৎপ্রসূতি স্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে
বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে ॥
সুরৈরনেকৈঃ পরিষেবিতায়
হিরণ্যগর্ভায় হিরন্ময়ায়।
মহাত্মনে মোক্ষপদায় নিত্যং
নমোঽস্তুতে বাসরকারণায় ॥ [প্রণাম

অশ্বপতির প্রবেশ ও স্তব—

অজায় লোকত্রয়পাবনায়
ভূতাত্মনে গোপতয়ে বৃষায়।
সূর্য্যায় সর্ব্ব-প্রলয়ান্তকায়
নমো মহাকারুণিকোত্তমায় ॥ [প্রণাম

নারদের প্রবেশ ও স্তব—

বিবস্বতে জ্ঞানভৃদন্তরাত্মণে
জগৎপ্রদীপায় জগদ্ধিতৈষিণে।
স্বয়ম্ভুবে দীপ্ত সহস্রচক্ষুষে
সুরোত্তমায়ামিততেজসে নমঃ ॥ [প্রণাম

[প্রণামান্তর উঠিয়া সাবিত্রী অশ্বপতি ও নারদকে দেখিয়া বিমূঢ়ভাবে এক পাশে সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল]

অশ্ব। মাতা, দেবর্ষির ইচ্ছা—
স্বয়ম্বরে বাহিরিতে হইবে তোমায়।
সাবিত্রী। পিতা, রক্ষা কর মোরে এ লজ্জা হইতে।
এর চেয়ে আজ্ঞা দেহ মোরে,
তোমাদের নির্ব্বাচিত বরে বরমাল্য দিয়া,
পরিত্রাণ লভি এই গঞ্জনা হইতে।
আর পারি না কো— [সাশ্রুনয়নে পিতার বুকে মাথা রাখিল।
নারদ। বৎসে, পিতা মাতা তব নহে অকরুণ।
তোমারি মঙ্গল তরে
তাঁহাদের নাহিক বিশ্রাম,
নাহি সুখ, অন্য চিন্তা নাই।
তব যোগ্য বর, স্বয়ম্বরে আসে নাই বলি,
নাই—এতো অসম্ভব কথা।
আছে সুনিশ্চিত, তবে হেথা নাই বটে।
সাবিত্রী। মার্জ্জনা করুন্, হে মহর্ষি,
পারিব না এ নির্ল্লজ্জ আচার পালিতে।
অশ্ব। সে কি মাতা, নির্লর্জ্জতা কোথায় ইহাতে ?
সাবিত্রী। নির্ল্লজ্জতা নহে ?
দেশে দেশে পতি ঢুঁড়ি ফিরিবে অনূঢ়া বালা—
করেছে কি এর আগে কোন কন্যা কভু ?
নারদ। ক্ষত্রিয় কন্যার এতে লজ্জা কিবা মাতা ?
স্বয়ম্বরে পাও নাই যে মহাপুরুষে
তাঁরে পেতে পার তুমি সভার বাহিরে।
হয়ত তোমার পতি,

পাতিব্রত্য পরীক্ষিতে তব,
অন্তরালে আছেন লুকায়ে—

অশ্ব। খুবই সম্ভব।
আর, কেই বা জানিবে
তব দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য, জননি ?
আজন্ম আবদ্ধ আছ এই মদ্রপুরে,
ইহার বাহিরে আছে বিপুল জগৎ,
দেখিতে তাহারে. মাতা, হয় না কি সাধ ?
নানা দেশ, নানা জাতি,
নানা নদ নদী গিরি দেখি
দেহে মনে হবে নব স্বাস্থ্যের সঞ্চার।
সঙ্গে লও নর্ম্মসখীগণে,
অবকাশ কালগুলি যাপিতে আনন্দে,
রবে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রথ, অশ্ব দ্রুতগামী,
মন্ত্রী মহাশয়, আর রাজ-অনুচর,

[নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ও ব্যস্তভাবে মালবীর প্রবেশ।

মালবী। আয় মা, সত্বর,
দুয়ারে প্রস্তুত রথ, লগ্ন বয়ে যায়।
রথ ভরি দিছি সব,
সখীগণ তব অপেক্ষিছে সেথা—
সারা রাত্রি পূজিয়াছি সর্ব্বমঙ্গলারে
মা তোর উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাগি
আয় মা সত্বর—

[ব্যস্তভাবে সাবিত্রীকে জড়াইয়া ধরিয়া লইয়া প্রস্থান। অশ্বপতি ও নারদের অনুগমন]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাম্যকবনের একাংশ—অপরাহ্ন

মন্ত্রী ও সাবিত্রী

মন্ত্রী। আজি রাত্রি যাপি হেথা
কালি প্রাতে যাব মোরা গান্ধার প্রদেশে-

সাবিত্রী। হে পিতৃব্য, আর কতদিন
দেশে দেশে বনে বনে ঘুরিব এভাবে ?

মন্ত্রী। কেন মাতা, ভাল লাগিছে না ?
এই নিত্য নব নব দেশ, নব নব জন,
নূতন নূতন দৃশ্য, লাগিছে না ভাল ?
কহ মাতা, এই দীর্ঘ তিন মাস ঘুরি,
দেখিলে যে সব দৃশ্য,
দেখিতে কি পেতে তাহা মদ্ররাজপুরে ?
অভ্রভেদী ধবল শিখর
নানা তরু গুল্ম লতা
বনস্পতি বনৌষধি ভরা ;
কোথা শ্যাম শষ্প সুকোমল,
কোথাও কঠিন পাষাণ কুট্টিম,
কোথা ঘনশ্যাম বন, কোথা উপত্যকা ;
শিলাপথে বক্র ও বন্ধুর বহে নির্ঝরিণী
উপল-বিষমছন্দে নূপুরনিক্কন !

কোথাও বহিছে নদী ক্ষীণা
রুগ্নদেহা মাতার মতন,
কোথা বহে জলোচ্ছ্বাসমুখর ভীষণা
ভৈরব সঙ্গীতে ভরা, চামুণ্ডার মত,
বেগবতী স্রোতস্বিনী—
মৌন মূক স্তব্ধ বিহঙ্গেরা
কূলের কুলায়ে যার।
আষাঢ়ের ঘন মেঘসম
বনহস্তী করে জলখেলা ;
কোথাও কুরঙ্গগণ নিঃশঙ্ক নির্ভীক
নব তৃণভরা মাঠে,
প্রাণবন্ত রামধনু সম—

সাবিত্রী। (বাধা দিয়া) কিন্তু, মনে যার বোঝা ভরা,
চক্ষে তার এ সৌন্দর্য্য একান্ত নিষ্ফল।

মন্ত্রী। এ কাম্যক বন, হেথা—

সাবিত্রী। কাজ নাই বর্ণনায় আর—
লভুন্ বিশ্রাম গিয়ে পিতৃব্য এখন।

মন্ত্রী। (অপ্রভিত হইয়া) ঠিক কহিয়াছ মাতা, তাই যাই।
বৃদ্ধের স্বভাব, বৃদ্ধেরা বাচাল হয়,
তাই আমি কথা বলি একটুকু বেশী।
বিরক্ত না মান' মাতা তাহে।
আমি যাইতেছি,
তুমিও তো ক্লান্ত পথশ্রমে,
লভ' মা বিশ্রাম। [প্রস্থান

সাবিত্রীর গান

তোমারে দেখেছি আমি আমারি মনে।
আমার বুকের মাঝে মম নয়নে ॥
আমি জানি আছ' তুমি
উজলি এ চিত্ত-ভূমি—
জনম অবধি তাই আমি তোমারি—
জনম জনম মম
তুমি যে গো প্রিয়তম
দেখা দাও, মনোহর, নব ভুবনে—
আমার জীবনে আর বাহুবাঁধনে ॥

[সখীগণের বনফুলের মালা হাতে গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ও সাবিত্রীর গলায় মালা দেওন]

গান

ফুলের হাসি মালার বন্ধে
মালার স্বপ্ন সকল গলায়—
বুকের ছোঁয়ায় জীবন পেয়ে
কাঁটার ব্যথাও তারে ভোলায় ॥
প্রিয়ের কণ্ঠ লগন-হর্ষে
প্রিয়ের দেহের পুলক স্পর্শে
গভীর সুখের রোমাঞ্চনে
প্রিয়ের কোলেই মরণ সে চায় ॥

[নেপথ্যে কোলাহল। সাবিত্রী ও সখীগণ হঠাৎ ত্রস্ত হইয়া একদিকে সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

একে একে মন্ত্রী সত্যবান্ ও অনুচরগণের প্রবেশ।

সত্যবানের মাথার উপরেবাঁধা চুল; পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, দেহে গৈরিক উত্তরীয়, পিছনে কিছু ফল বাঁধা; পৃষ্ঠে তূণীর, স্কন্ধে ধনুক অন্য স্কন্ধে এক বোঝা কাঠ। সত্যবানসাবিত্রী ও সখীদের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল; সে জানিত না যে এখানে কোন স্ত্রীলোক আছে।

সকলে কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ]

মন্ত্রী। দুর্বিনীত উদ্ধত যুবক,
দিব শাস্তি যথোচিত—

সত্য। (উচ্চহাস্য করিয়া) শাস্তি দিবে তুমি ?
অপরাধী শাস্তি দিবে নিরপরাধীরে ?
মহাশয়, কোন্ দেশী বিচারক তুমি ?

মন্ত্রী। (রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে)
কোন্ দেশী বিচারক, দিতেছি বুঝায়ে।
অনুচরগণ, এই ভণ্ড তপস্বীরে
বেত্রাঘাতে দাও বুঝাইয়া,
কে আমরা, কি আমরা,
কেনইবা এসেছি হেথায়—

সত্য। ভেবেছিনু, প্রবীন আপনি,
আপনার সাথে বিতর্ক করিয়া,
করিব না নিজের মর্য্যাদা খর্ব্ব।
কিন্তু হেরি তব,
ক্রমবর্দ্ধমান্ স্পর্দ্ধা,
সৌজন্যের অপমান,
সত্যেরে চাপিতে চেষ্টা,
অধর্ম্মের প্রশ্রয় প্রয়াস,
এই দাঁড়াইনু আমি প্রতিদ্বন্দ্বী তব।
সাধ্য যদি থাকে কারো, হও আগুয়ান্।
আর, প্রাণে যদি মায়া থাকে, দিলাম অভয়—
এই দণ্ডে চলে যাও, ছাড়িয়া কাম্যকবন।
শীঘ্র কহ, কিবা অভিরুচি।

মন্ত্রী।　(অপ্রতিভ ভাবে) অনুচরগণ—

[অনুচরগণ নড়িল না]

সত্য।　শাস্তি দিব আমি, শীঘ্র কহ কিবা অভিরুচি,
বিলম্ব সহে না মোর, যেতে হবে ত্বরা।
কাষ্ঠ ফল জল লয়ে আশ্রমে যাইব,
আছেন সেথায় মোর পথ চাহি
উপবাসী পিতা মাতা মম।
শীঘ্র কহ, চাই সদুত্তর—
কেন হত্যা করিয়াছ এ বনের মৃগ ?

মন্ত্রী।　বনের মৃগেরে মারি করিব আহার—
কিবা অপরাধ ইথে ? আমরা পথিক, ক্ষুধাতুর—

সত্য।　মৃগ ছাড়া খাদ্য কিবা নাই ?
গাছে গাছে আছে স্বাদু ফল,
নদী বিতরিয়া ফেরে অমৃত অগাধ,
ইহাতেও যদি তব নাহি ভরে পেট—
অদূরে ঐ শ্যামবনচ্ছায়ে
আছে এক তপোবন রাজতপস্বীর—
হোথা গেলে লভিতে সৎকার—

মন্ত্রী।　আমরা ভিক্ষুক নই, আমরা ক্ষত্রিয়,
মৃগয়া মোদের ধর্ম্ম—

সত্য।　(তাড়া দিয়া) স্তব্ধ হও, মূর্খ বৃদ্ধ—
অকারণ প্রাণিহত্যা ক্ষত্রধর্ম্ম নহে।

মন্ত্রী।　(অপ্রতিভ ভাবে) আমরা কি করি, নাই করি,
তোমার তাহায় কিবা অধিকার ?

সত্য। অকারণ প্রাণিহত্যা নিবারিতে,
সকলেরই আছে অধিকার।
হত্যা সে হত্যাই চিরকাল।
দশের দেশের কিম্বা রাষ্ট্রের কারণ
ক্ষত্রিয় যে হত্যা করে, রাজা দণ্ড দেয়,
শুদ্ধ পুণ্য তাহা নয়, তবে
যে হত্যায় দশের কল্যাণ,
পাপও সেটা নয়। কিন্তু,
উদরের পরিতৃপ্তি হেতু
হত্যা যাহা, হীনতম মহাপাপ তাহা।

মন্ত্রী। (নরম স্বরে) যুবক, পরিচয় তব ?

সত্য। মোর পরিচয়ে তব কিবা প্রয়োজন ?
বৃদ্ধ, ব্যবহারে তব, যুক্তিতে তোমার,
বুঝিলাম সদসৎজ্ঞানহীন তুমি।
মৃগটির অকারণ হরিয়া জীবন,
কি পাপ করিলে বৃদ্ধ, ভেবেছ কি মনে ?
পিতা যদি শোনেন এ কথা
ত্রিদিবা ত্রিরাত্র তিনি
জলস্পর্শ নাহি করিবেন।

মন্ত্রী। কহ গিয়া পিতারে তোমার,
মদ্রেশ্বর অশ্বপতি-সুতা
সাবিত্রী এসেছে বনে, বনসন্দর্শনে।
আমি মদ্রপতির সচিব, আমারি আদেশে
রাজঅনুচরগণ মারিয়াছে মৃগ—

সত্য। মন্ত্রের সচিব,
এ যুক্তি তোমার কাছে হয়ত উত্তম—
কিন্তু, আমার পিতার কাছে
নির্ব্বোধসুলভ ইহা, একেবারে হীন,
অতি অশ্রদ্ধেয়।

মন্ত্রী। পিতৃভক্ত পুত্র, কে তোমার পিতা?
কিবা তাঁর পরিচয়?
রাজধর্ম্ম কি জানেন তিনি?

সত্য। (অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া) করিতেছি নিমন্ত্রণ আশ্রমে মোদের
আসুন সকলে আপনারা।
রাজকন্যা কোথা?
যদি প্রয়োজন হয়,
নিজে গিয়া আমি নিমন্ত্রিব তাঁরে।

[যেমনি প্রস্থানের জন্ত ফিরিল, অমনি সাবিত্রীকে দেখিয়া সত্যবান থমকিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎকাল উভয়ে আত্মবিস্মৃতভাবে পরস্পর চাহিয়া থাকিয়া, সত্যবান সলজ্জভাবে কহিল]

রাজকন্যা, সখীগণসহ
দয়া করি দীনের কুটীরে
এ রাত্রির মত দিন পদধূলি—
(হস্তসঙ্কেতে অগ্রগামী হইল) স্বাগত—

মন্ত্রী। (বিহ্বলভাবে সাবিত্রীর পানে চাহিয়া) সাবিত্রি, মা—

সাবিত্রী। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) আশ্রমেই যাব মোরা সবে।

[পটক্ষেপণ]

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্যুমৎসেনের আশ্রম

গোধূলি

শৈব্যা। শ্রান্ত ভানু লজ্জারক্ত মুখে
আলোকিত ধরনীর পাশে,
অস্তাচলচূড়া হতে মাগিছে বিদায়।
সত্যবান্ এখনো এল না?

দ্যুমৎ। শ্রান্ত হয়ে হয়ত কোথাও
করিছে বিশ্রাম পুত্র অনভ্যস্ত শ্রমে।
এ নব যৌবনে
এ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ভাল লাগে কভু?
হতভাগ্য পুত্র মোর,
পিতৃমাতৃভক্তিপরায়ণ,
পিতার কারণে তার কি দুষ্কর দুখ?

[নেপথ্যে সত্যবানের কণ্ঠস্বর—

"মাতা—মাতা—"

[সত্যবানের পশ্চাতে সাবিত্রী, সখীগণ, মন্ত্রী ও অনুচরগণের প্রবেশ]

সত্য। মাতা, মাতা,
আনিয়াছি দেখ' কাহাদেরে!

[শৈব্যা সাগ্রহে ও সাদরে বুকে টানিয়া লইল]

সাবিত্রী ইহার নাম
মদ্রেশ্বর অশ্বপতিসুতা,
এসেছেন বনসন্দর্শনে।

সঙ্গে ইনি মন্ত্রের সচিব
অতিথি মোদের—
[সত্যবান চলিয়া গেল। সকলে শৈব্যা ও দ্যুমৎসেনকে প্রণাম করিল।

শৈব্যা। বহু ভাগ্য আজি মা মোদের
এস মোর সাথে, লজ্জা করিও না।
রাজরাণী মালবীর মত
আমিও তোমার মাতা—

সাবিত্রী। (সবিস্ময়ে) মাতারে আমার চেনেন আপনি ?
[দ্যুমৎসেন ও শৈব্যা মৃদুহাস্য করিল

দ্যুমৎ। মাতা
তব পিতা অশ্বপতি বাল্যবন্ধু মোর।
ফিরে গিয়ে দেশে মাতা
কহিও পিতারে তব
দ্যুমৎসেন প্রাণে বেঁচে আছে—

মন্ত্রী। (সবিস্ময়ে) মহারাজ দ্যুমৎসেন ?
রাজ্যত্যাগী ধার্ম্মিকপ্রবর
শাল্বপতি দ্যুমৎসেন ?

দ্যুমৎ। মন্ত্রিবর, বিশেষণ রাজার ভূষণ।
রাজ্য সাথে সব আমি দিছি বিসর্জ্জন—
এবে আমি শুধু দ্যুমৎসেন।

সাবিত্রী। পিতা, বড় ভাগ্যবতী আমি !
বনে এসে
পিতা মাতা দুজনেই পেয়েছি যখন,
তখন রহিব আমি হেথা কিছুদিন,
সেবায় আপনাদের।

শৈব্যা ও দ্যুমৎ। অতীব সুখের কথা—

শৈব্যা। এস মা আমরা যাই—

[শৈব্যার সহিত সাবিত্রী ও সখীগণের প্রস্থান।

মন্ত্রী। রাজর্ষি,

ক্ষম' মোরে করিয়াছি গুরু অপরাধ—

দ্যুমৎ। অতিথির নাহি অপরাধ।

[নেপথ্যে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি।

আসুন, সচিববর— [সকলের প্রস্থান]

[অন্যদিক হইতে তাপস বালিকাগণের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

গান

অস্ত-ভানুর রক্ত-টীকায় তারা-নামাবলী-আবৃত-গাত্রী—
ধ্যান-গম্ভীর মৌন মহিমা স্বাগত কৃষ্ণ তাপসী রাত্রি॥
খোল তব দ্বার, বিপুল অপার
সৃষ্টির মহারহস্যাধার—
মৃত্যুর মত শান্ত স্তব্ধ ধরায় জীবন-অমৃত-দাত্রী॥ [পটক্ষেপণ

তৃতীয় দৃশ্য

হ্রদতীর

অপরাহ্ন

সাবিত্রী ফুলের মালা গাঁথিতে গাঁথিতে গাহিতেছিল—

গান

কণ্ঠে তোমার দুল্‌বে বলে'
গেঁথেছি এই ফুলের মালা—
মালা এ নয়, এ যে আমার—
প্রাণের পঞ্চ প্রদীপ জ্বালা ॥
এ ফুল যদি কভু শুকায়
দলিও না বঁধু দু'পায়,
যুগল বাহুর কোমল মালায়
কণ্ঠ তোমার করবে আলা ॥

[পশ্চাদ্দিক হইতে সত্যবান্ আসিয়া দাঁড়াইল। হ্রদজলে হংসমিথুন খেলা করিতেছিল।]

সত্য। কার তরে এ মোহন মালা
গাঁথ রাজবালা ?
কার কণ্ঠ এ ঐশ্বর্য্যভারে
শোভমান হয়ে,
দিবে তারে অমৃতসন্ধান ?

সাবিত্রী। মালা জানে কোথা তার ঠাঁই,
মালারে সুধাও—

সত্য। মালার নাহিক প্রাণ, আছে শুধু কাঁটা,
মালা তাই জ্বালার আকর।

তাই লোকে চায়,
মাল্য সাথে, মাল্য-রচিকায়।

সাবিত্রী। মাল্যে তবে নাহি তব লোভ?

সত্য। কিছুমাত্র নাই।

সাবিত্রী। ফেলে দিই তবে হ্রদজলে?

সত্য। দিতে পা', মোর ক্ষোভ নাই।
তোমার ঐশ্বর্য্য তুমি যারে ইচ্ছা দিবে
আমার কি তায়?
মোর যাহা প্রাপ্য নয়
তাহে মোর কোনো লোভ নাই।

সাবিত্রী। তাপসের চিতে লোভ?
একি কথা শুনি, ব্রহ্মচারী?
এখনি আশ্রমে গিয়া কহিব মাতায়—
মাগো, পুত্র তব বড় লোভী,
দাও তারে শিক্ষা সংযমের—

সত্য। তাই করো। যাহা ইচ্ছা তব।
যাতে তুমি সুখী হও, তাই মোর সুখ—

সাবিত্রী। মোর সুখ তরে
কেন তব আপ্রাণপ্রয়াস?

সত্য। জানি না।
তবে, মনে হয়, সতত আমার,
তোমার সুখের সাথে
মোর সর্ব্ব সুখ যেন একসূত্রে গাঁথা,
ফুলের ঐ মালাটির মত।

হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি দেখিলে তোমার
আমার অন্তরে জাগে
শত রাকাসুশোভিত
কোজাগরী কৌমুদী অগাধ।

সাবিত্রী। ব্রহ্মচারী তাপসের চিতে
ভাবান্তর হেন,
উচিত কি অনুচিত ভাবিয়াছ কভু ?

সত্য। ভাবিয়াছি, ভাবিয়াছি বহুবার—
কে তুমি ? অতিথি মাত্র !
জানি, দুই দিন পরে
তুমি চলে যাবে দূরে, অতি দূরে,
প্রাসাদবিলাসে তব—ধনরত্নগজবাজীঐশ্বর্য্যের মাঝে।
বৈতালিক বন্দীগণ গাবে স্তব গান
নিত্য নব ছন্দে কাব্যে গানে ;
শতদাসী সেবিবে তোমায় ;
শত গীতী সুরে লয়ে শোনাবে সঙ্গীত ;
মালিনী রচিয়া মালা বিকচ কুসুমে,
রাজোদ্যান-শ্রেষ্ঠ ফুল চয়ি
দিবে পাতি তব পথে নিতি—
ভুলে যাবে এ বনের কথা।
ভুলে যাবে—কুশাঙ্কুর ক্ষত চরণের,
ভুলে যাবে—দীনের কুটীর,
আর ভুলে যাবে তার সাথে, আমারেও,
—একটি দুঃস্বপ্ন সম।

মোর স্মৃতি মুছে যাবে তব মন হতে—
বিকশিত পদ্মের পরাগে
কচিৎ ভৃঙ্গের এক পদচিহ্নসম।
জানি সব—
তবু মনে হয়, হে অপরিচিতে,
তুমি যেন মোর বন্ধু, বহুপরিচিতা,
কত জন্মজন্মান্তের আত্মীয়া, বান্ধবী।

সাবিত্রী। কল্পনার প্রখরতা তব
সত্যই সুন্দর, হে তাপস।

সত্য। এ নহে কল্পনা. দেবি, এ যে সত্য অতি।
আস' নাই তুমি হেথা করিতে বসতি,
আস নাই তুমি হেথা রচিতে কুটীর,
আস নাই তুমি হেথা,
আপনারে বিলাইয়া দিতে, কিম্বা
অন্যে নিতে আপনার করি।

সাবিত্রী। কেন তবে আসিয়াছি?

সত্য। তুমি আসিয়াছ, দেবি,
পথিক বনের মাঝে পথ ভুলে গিয়ে।
তুমি আসিয়াছ,
বসন্তের দক্ষিণ-অনিল—
ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে এক ক্ষণিক হিল্লোল।
নির্ঝরের কলতানসম,
স্তব্ধ সুপ্ত ভূধরের ভাঙাইতে ঘুম।
তুমি আসিয়াছ,

শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে
অকস্মাৎ ভেসে-যাওয়া পাপিয়ার গান্।
তুমি আসিয়াছ, দেবি,
রজনীগন্ধার মত ফুটিয়া নিঃশেষে
রজনীর অবসানে ঝরিয়া পড়িতে।
তুমি আসিয়াছ, এক সুখস্বপ্নসম,
দরিদ্রের কামনার মত, সঘন শ্রাবণরাতে
মেঘমুক্ত রাকাসম নিমেষের তরে।

সাবিত্রী। (কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া) যদি বলি,
সমস্ত কল্পনা তব মিথ্যা ও অলীক—

সত্য। কল্পনা অলীক নয়, নহে মিথ্যা ;
কল্পনাই মানুষের মন—
যে-মন ঈশ্বরে গড়ি,
ঈশ্বরে নামায়ে আনে এই মর্ত্ত্যলোকে,
প্রতিষ্ঠিতে মানুষের ঘরে।
এ সৃষ্টির রহস্য নিহিত
কল্পনার অতল গুহায়।
কল্পনাই শক্তির জননী
শক্তির সাফল্য চির কল্পনারি বুকে।
সুখ দুঃখ বিরহ মিলন, সকলি কল্পনা।
জীবন কল্পনাময়, কল্পনাই প্রাণ,
কল্পনার সমাধি মরণ।
পতিরে খুঁজিছে পত্নী সুখ-কল্পনায়,
পতি সুখী, পত্নীর আদর-কল্পনায়।

সাবিত্রী। (অশ্রুসজল কণ্ঠে) ক্ষমা কর হে কুমার,
তব সাথে প্রগল্‌ভতা করিয়াছি বহু— [মুখ ঢাকিল

সত্য। (অপ্রতিভ হইয়া) একি হল ?
রাজকন্যে, দিয়াছি কি ব্যথা ?
ক্ষমা কর' মোরে, দেবি,
হয়ত অজ্ঞাতে মোর
কহিয়াছি কোন রূঢ় কথা,—
ক্ষমা কর মোরে—

সাবিত্রী। (গদগদ ভাবে) কুমার—

সত্য। কহ দেবি, থামিলে কি হেতু ?

সাবিত্রী। আসি নাই আমি কেবলি ভ্রমণে—

সত্য। তবে ?

সাবিত্রী। এসেছিনু যে কারণে সফল হয়েছে তাহা।

সত্য। বড় সুখী হনু, দেবি ;
তোমার সাফল্যে মোর আনন্দ অপার।
চল গৃহে যাই, সন্ধ্যা সমাগতা—

সাবিত্রী। আনন্দ যে হইল অপার
কি কারণ, পাইনা শুনিতে ?

সত্য। কহিলে যে, উদ্দেশ্য সফল তব।

সাবিত্রী। (প্রণাম করিয়া) সত্যই ভাবুক তুমি,
সত্য তুমি ভালবাস মোরে।
লহ মোর জীবন মরণ—

[সত্যবানের কণ্ঠে মালাদান। নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি। সত্যবান্ বিমূঢ়ভাবে চাহিল]

সত্য। সাবিত্রী, তুমি বধূ মোর ?

সখীগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত।

গান

আকাশে চাঁদ উঠেছে
চাঁদের চুমায় ভুবন ভরা—
চকোরী বন-চকোরের
বাহুর বন্ধে পড়লো ধরা॥
হরিণী মনের ভুলে
পশিল ব্যাধের ফাঁদে,
উদাসী পথিক দু'টি
কি সুখ ব্যথায় কাঁদে,
তারকার নিমেষহারা
চাহনির সুধার ধারা
ভুবনে পড়ছে ঝরে
মিলনে নিবিড় করা॥

[পটক্ষেপণ

চতুর্থ দৃশ্য

মদ্ররাজ প্রাসাদ

প্রভাত

[রাজগুরু গভীর মনোনিবেশসহকারে সাবিত্রী ও সত্যবানের কোষ্ঠী-গণনা করিতেছেন]

অশ্ব। মন্ত্রী,
বাঁচাইলে তুমি আমাদেরে
যে দুর্ব্বহ মনোদুঃখ হ'তে—
উপযুক্ত পুরস্কার তার
দিব, আগে শুভকার্য্য হোক শেষ।

মালবী। মন্ত্রি, করিলে ত উপকার,
তবে কিনা কন্যা মোর রাজকন্যা হ'য়ে
বনবাসী বরেরে বরিল?
মদ্ররাজসুতা হবে বনের তাপসী?

মন্ত্রী। মহারাণি, আমিও ভেবেছি সেটা,
কিন্তু, সাবিত্রীর নির্ব্বাচনে
অন্যমত করিবার সাধ্য নাহি মোর—

অশ্ব। একি কহ?
মহারাজ দ্যুমৎসেন বাল্যবন্ধু মোর,
সত্যসন্ধ মহাজ্ঞানী রাজর্ষি তাপস
তাঁর পুত্র সত্যবান্ জামাতা হইবে
এ তো ভাগ্য বহু,
সাবিত্রীর তপস্যার ফল।

মালবী। তপস্যার ফল নহে, রাজা
জন্মান্তের দুষ্কৃতির শাজা।
মতিচ্ছন্ন সাবিত্রীর, তাই
বরিল দরিদ্রে এক—
প্রত্যাখানি ভারতের নৃপতিসমাজে।
ভিখারিণী চায়, রাজরাণী হ'তে—আর
রাজকন্যা ভিখারীরে বরে স্বয়ম্বরে—
বুদ্ধিভ্রংশ আর কারে বলে?
আ মরুক্, হতভাগী—

অশ্ব। যদি কোন দিন, মহারাজ দ্যুমৎসেন
ফিরে পান হৃতরাজ্য তাঁর,
কি বলিবে তখন, মহিষি?

মন্ত্রী। সে ভরসা দূরপরাহত —

মালবী। কার সনে কর' তর্ক, মন্ত্রী?
কন্যার মতন
পিতারো ধরেছে ভীমরতি—

রাজ। (হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পুঁথি হইতে মুখ না তুলিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিল)
অসম্ভব, অসম্ভব,
এ বিবাহ হইতে পারে না!

[সকলে সোৎসুক ভাবে চমকিত হইয়া রাজগুরুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল]

অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব—

অশ্ব। গুরুদেব—

রাজ। না, না, মহারাজ,

আজ্ঞা দিন সাবিত্রীরে,
অন্য বরে করিতে বরণ,
এ বিবাহ অসম্ভব !

অশ্ব। গুরুদেব, কহ প্রকাশিয়া—

রাজ। এ বিবাহে অনর্থ ভীষণ
সত্যবান্ অল্পায়ু—

মালবী। সত্যবান্ অতীব অল্পায়ু ?

রাজ। অত্যন্ত, অত্যন্ত !
বিবাহ দিবস হ'তে
এক বর্ষ পূর্ণ হ'লে
সত্যবান যাবে যমপুরে—
সাবিত্রীর বৈধব্য নিশ্চিত।

অশ্ব। ওঃ (অন্যদিকে মুখ ফিরাইল)

মালবী। জানি আমি সেইদিন
যেদিন ফিরিয়া গেল রাজগণ,
সাবিত্রী ঘটাবে এক অনর্থ ভীষণ।
দেখ দেখি মন্ত্রী, ঘটালে কি পরমাদ তুমি ?

মন্ত্রী। মাতা, আমার ইথে কি দোষ ?

মালবী ; কি ? তর্ক করিতেছ ? লজ্জা নাই ?
এ দোষ তোমার।
কেন তুমি নিয়ে গেলে কাম্যককাননে
সাবিত্রীরে ?
সেখানে না গেলে ঘটিত না এতো কভু !

মন্ত্রী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল]

ডাক সেই অভাগীরে,
দেখে যাক কি কাজ করেছে !

[পরিচারিকার প্রবেশ ও প্রস্থান]

অশ্ব। এর তরে চিন্তা কি মহিষি ?
সাবিত্রী কি জানে এত ?
আমি তারে বুঝায়ে বলিব
অন্য বরে করিবে বরণ—

রাজ। (তখনও গণনায় নিবিষ্ট)
গণিলাম, সাত, সাতবার
সেই এক ফল—
অভ্রান্ত গণনা মোর।
অসম্ভব এ বিবাহ।
(পুঁথি গুটাইয়া দাঁড়াইল)

মালবী। (সবিস্ময়ে) গুরুদেব, কি হবে ?

অশ্ব। কোন ভয় নাই, আমি বুঝাইব।
তুমি শুধু অপ্রিয় ভাষণে
মন তার তিক্ত করি দিও না কেবল।

মালবী। (সরোষে) তুমি শুধু শোন' মোর অপ্রিয় বাক্যই,
মোর কথা তিক্ত লাগে তব।
দেশশুদ্ধ লোকে বলে মোরে
মধুকণ্ঠী, সুমিষ্টভাষিণী—
শুধু তব পাশে আমি অপ্রিয়ভাষিণী—

অশ্ব। মন্দ ভাগ্য মোর, রাণি, আমি দেশছাড়া !
তাহাদের পত্নী যদি হতে,

তা'হলে কি বলিত তাহারা

চিন্তার বিষয় সেটা—

[সাবিত্রীর প্রবেশ]

সাবিত্রী। আমারে ডেকেছ মাতা?

মালবী। (মুখ ঝাপ্টা দিয়া)

আমি ডাকি নাই, ডেকেছেন উনি—

[সাবিত্রী পিতার দিকে মুখ ফিরাইল]

অশ্ব। আমি ডাকিয়াছি মাতা—

[সাবিত্রী পিতার নিকট দাঁড়াইল। অশ্বপতি কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে]

কেন জান?

সাবিত্রী। না পিতা—

অশ্ব। (ঢোক গিলিতে গিলিতে)

সত্যবানে পতিরূপে বরিলে যে,

সত্যবান সাথে

বিবাহ তোমার হতে যে পারে না।

সাবিত্রী। কেন পিতা?

অশ্ব। মহারাজ দ্যুমৎসেন বনবাসী এবে,

বনবাসে যে কঠিন দুঃখ

দেখেছ তো মাতা।

সহিতে তা'

শিক্ষা ও শক্তি তো, কন্যে, নাহিক তোমার।

সাবিত্রী। শিক্ষা ও শক্তি তো পিতা সহ-জাত নয়।

অর্জ্জিতে যা হয়

আমি বা তা পারিব না কেন?

মহারাজা দ্যুমৎসেন, রাণী শৈব্যা,
রাজপুত্র সত্যবান অর্জ্জিলেন যাহা
আমিও অর্জ্জিব তাহা—

অশ্ব। অকারণ ইথে কিবা প্রয়োজন ?
অন্য বরে করিলে বরণ
সবি তো মিটিয়া যায় !

সাবিত্রী। অন্য বর অসম্ভব এবে !

মালবী। শোন কথা—

অশ্ব। (হাত তুলিয়া চুপ করিতে ইঙ্গিত)
রাণি, কথা কহিও না।
(সাবিত্রীকে) মাতা,
রাজকন্যা তুমি, ঐশ্বর্য্য চাহ না ?

সাবিত্রী। পিতৃগৃহে রাজকন্যা আমি
ঐশ্বর্য্যের নাহি তো অভাব হেথা !
স্বামিগৃহে যাব আমি দাসী,
সেথা মোর ঐশ্বর্য্য কি হবে ?
সেবিকা করিব সেবা,
ধন রত্ন সেথা কি করিব ?

রাজ। সত্য কথা, রাজকন্যা,
তবু চাই সংসারের সুখ !

সাবিত্রী। বিবাহ পতির তরে,
পতির সমান স্ত্রীর ঐশ্বর্য্য কি আছে ?

মালবী। কথার কি ছিরি ?
(ভেংচাইয়া) ধন রত্ন কি করিব ?

বলি,
ক্ষুন্নিবৃত্তি লজ্জারক্ষা হইবে কি করি ?
পিতা বুঝি জোগাইবে চির ?

সাবিত্রী। (উত্তেজিত হইয়া)
পিতার ভরসা করি,
স্বামীগৃহে যায় যেই নারী,
সে-নারী স্বামীরে তার করে অপমান।
স্বামীর সংসারে
অভাব ও অনাটন বলি
যে পত্নী দ্বারস্থ হয়
ধনবান পিতার তাহার—
সে পত্নীর মুখে আমি দিতেছি থুৎকার !
বিবাহিত পত্নী শুধু সেই,
ধর্ম্মপত্নী নহে সে পতির।

মালবী। (রাগে গম্ গম্ করিতে করিতে)
কথা শুনে গায়ে আসে জ্বর—
মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে তোর—

রাজ। মাতা,
চির-আয়ুষ্মতী হও, আশীর্ব্বাদ করি।

অশ্ব। মাতা, বলিতে বিদরে বুক,
অথচ উপায় নাই,
—সত্যবান অতীব স্বল্পায়ু।

সাবিত্রী। (চমকিত হইয়া)
অতীব স্বল্পায়ু ?

রাজ।　হাঁ, মাতা,
বিবাহ দিবস হতে
পূর্ণ এক বর্ষ শেষে
সত্যবান যাবে যমলোকে,
সুনিশ্চিত বৈধব্য তোমার।
বহুবার গণিয়াছি,
লভিয়াছি ঐ একই ফল !

সাবিত্রী।　(সজল নেত্রে)
গুরুদেব, জ্যোতিষের গণনা কি ঠিক ?

রাজ।　জ্যোতির্ব্বিদ্যা অভ্রান্তই জানি।

সাবিত্রী।　(কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া)
জ্যোতির্ব্বিদ্যা অভ্রান্তই যদি,
কেন তবে মানুষের
কর্ম্ম যাগ যজ্ঞ বিধি,
বিধান, নিয়ম, অনুশাসন, সংহিতা,
এ পৌরুষ, যুদ্ধ, দণ্ড, দান, ধ্যান,
কেন কর্ম্ম এত ?
জ্যোতির্ব্বিদ্যা বলে ভবিতব্যে জানি
মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে কেন নাহি থাকে ?

রাজ।　এ সব জটিলতত্ত্ব, বুঝিবে না মাতা।

সাবিত্রী।　জ্যোতির্ব্বিদ্যা না জেনেও
তারে যদি মেনে নিতে হয়,
ও জটিল তত্ত্বকথা
জানিতেই দোষ কিবা তবে ?

মালবী। (সক্রোধে) যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা !
কি আস্পর্দ্ধা,
গুরুদেব সাথে তর্ক ?
চুপ করে' শোন,
যা' বলেন করিতে হইবে তোকে।

অশ্ব। (রাণীকে) আ হা হা হা, রাণি,
অকারণ রুষ্ট নাহি হও।
(সাবিত্রীকে) মাতা, করিও না জিদ
অন্য বরে কর' মা বরণ—

মালবী। (সরোষে)
সত্যবান্ সাথে তোর হবেনা বিবাহ !

সাবিত্রী। প্রাণ মন আত্মা ও অন্তর মোর
বরণ করেছে যারে স্বামী বলি একবার,
সেই মোর পতি।
হউন্ দরিদ্র তিনি, হউন্ স্বল্পায়ু,
সত্যবান্ সাবিত্রীর পতি।

মালবী। (সরোদনে)
ওরে ওরে অভাগিনী কন্যা মোর,
কি করিলি, কি করিলি তুই ?
বিধবা কন্যার মুখ দেখিব কেমনে ?

সাবিত্রী। মাতা, বৃথা শোক তব।
সতী কভু বিধবা হয় না।
মনে প্রাণে চিন্তায় মননে ধ্যানে
অনন্তমানসে আর অকুণ্ঠবিশ্বাসে

সর্ব্বত্যাগী নিষ্ঠা আর পাতিব্রত্যে,
একান্ত নির্ভরে আর অনন্যআশ্রয়ে
পতিরে ভজে যে নারী,
পতি তারে ছেড়ে যেতে নারে।

রাজ। পতি না ছাড়িতে চায়, কিন্তু, নিরমম ধর্ম্মরাজ যম
ছিনায়ে যে লয়ে যায়, মাতা—

সাবিত্রী। গুরুদেব, ধর্ম্মরাজ—সত্য-সত্য ধর্ম্মরাজ—যদি হন্
অধর্ম্ম তাঁহারে কভু না সম্ভবে।
ধর্ম্মরাজ ঘটাবেন
সতীধর্ম্মে অন্তরায়, এ যে মিথ্যা কথা—
অসম্ভব অশ্রদ্ধেয় বাণী।

অশ্ব। কিন্তু মাতা,
মৃত্যু কারো নহে আজ্ঞাবহ।

সাবিত্রী। নিয়ম যে যম, অনিয়ম করে না সে কভু।
সতীর নিয়মে ধর্ম্মে বাধা যেবা দেয়,
সে নিয়মে ধর্ম্মে সতী দেয় বাধা।
সতীত্বের তেজ
অধর্ম্ম ও অনিয়মে ভেঙে দিতে পারে।

রাজ। এ তোমার কল্পনা, সাবিত্রী,
মৃত্যুপথরোধ, শুনেছ' কি কভু ?

সাবিত্রী। শুনি নাই বটে ; তবে
নারী যদি সত্য সতী হয়,
মৃত্যুরে সে নিশ্চয় রোধিতে পারে।

রাজ। অসম্ভব।

সাবিত্রী। অসম্ভব হইয়াছে,
হয়ত তেমন সতী জন্মে নাই কেহ—

মালবী। (সক্রোধে) কি ? কি ?
যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা !
বড় যে সতীত্ব তেজ ?
জগতে উনিই যেন জন্মেছেন সতী !
আর সবে—আরে মোলো !
খসে' যাবে জিভ্, কুষ্ঠ ব্যাধি হয়ে
বহু দুঃখ পাবি পরিণামে।
অহঙ্কার এত ভাল নয় !
দাও ওর ওখানেই বিয়ে—

অশ্ব। (বাধা দিয়া) সাবিত্রী, মা আমার,
সত্যবানে কর পরিহার।

সাবিত্রী। বৈধব্যই থাকে যদি মোর
হবে তা' নিশ্চিত, পিতা,
পারিবে না খণ্ডাইতে কেহ,
যারেই বরণ করি—

রাজ। তবু জেনে শুনে, এ কাজ কি ভাল ?

সাবিত্রী। অন্য জনে বরণ করিলে
হতে হবে দ্বিচারিণী মোরে !
সত্যবানে বরিয়াছি পতিত্বে যখন,
সত্যবান্ পতি মোর চির দিবসের !
পিতা, মাতা, কুলগুরু,
কহ' কি আমায় দ্বিচারিণী হ'তে ?

[নারদের গান করিতে করিতে প্রবেশ]

গান

করুণানিধান তাঁহার বিধান
অকরুণ কভু নয়।
ওরে সংশয়ী মিছে আশঙ্কা
অকারণ শোক ভয় ॥
জগত যাঁহার ইচ্ছায় চলে
নিরুপায় জীব মিছে কোলাহলে
বিশ্বাস আর নির্ভর তাঁরে
হারায়োনা, হবে জয় ॥

[সকলের নারদকে প্রণাম]

নারদ। অন্তরীক্ষ হ'তে শুনিয়াছি সব।
মহারাজ, মহারাণী, করিও না দ্বিধা,
যাহা ভাগ্যে থাক,
সাবিত্রীর প্রতিজ্ঞা যথন,
সত্যবান্ সাথে তার হোক্ পরিণয়।

রাজ। দেবর্ষি—

নারদ। বৃথা তর্ক

অশ্ব। মহর্ষি,
কেমনে জনক হ'য়ে—

নারদ। অন্ধকার ভবিতব্যে অন্ধকারে রাখ,
আলোক এন না—

মালবী। ঋষি—

নারদ। মাতা
বৃথা চিন্তা, মিছে মনোব্যথা!
ভবিতব্য এও—এই বিধিলিপি!

[পটক্ষেপণ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মালতীর কক্ষ—দ্বিপ্রহর।

[মালতীর কেশ রুক্ষ, বেশ মলিন, চক্ষে জল, মন ভারাতুর ; শোকাচ্ছন্ন হইয়া উপবিষ্ট। অশ্বপতি অস্থিরভাবে ইতস্তত পাদচারণা করিতেছে]

মালবী। পূর্ণ আজি ছয় মাস ;
আর মাত্র ছয় মাস বাকী,
তারপর ? (চক্ষু মুছিতে লাগিল)

অশ্ব। মহারাণি,
আমি দেখিতেছি, কন্যার লাগিয়া
পলে পলে বরিতেছ মরণে তুমিই—

মালবী। (সজল নেত্রে) সাবিত্রী বিধবা হবে
শাঁখা ভাঙা শূন্য হাতে
সিন্দুরঅলক্তরিক্তসীমন্তচরণ মার
মা হইয়া কেমনে দেখিব ?
তার চেয়ে, এ দেখার আগে,
মৃত্যু যেন হয় মোর।

অশ্ব। মহারাণি, আমি শুধু ভাবিতেছি,
কি বুঝিয়া করিল সাবিত্রী
হেন ভয়ঙ্কর পণ !

শান্ত শিষ্ট সরলা স্নেহালু
স্থির ধীর বুদ্ধিমতী কন্যা মোর—
কিসে হল বুদ্ধিভ্রংশ হেন ?

মা। বাপের আদরে আর অপুত্রক ঘরে
অত্যধিক প্রশ্রয়ে আদরে
মতিচ্ছন্ন ঘটেছিল তার।
এবে আর কি হবে তা ভেবে ?

অশ্ব। হয়ত উন্মাদ হব আমি,
মন মোর প্রবোধ না মানে !
নিজে তো মজিলি, মাতা,
মজাইলি আমাদেরও শেষে !

মালবী। আমি ভাবিতেছি,
কন্যা মোর কয়েছিল, সতীত্বের বল
মৃত্যুরেও পারে রোধিবারে—
একি সত্য ?

অশ্ব। তুমিও কি হইলে পাগল ?
কল্পনায় ঝোঁকে জিদে বলে যা মানুষ
সে কি সব সত্য কথা বলে ?

মালবী। যাই বল' মহারাজ,
যত অসম্ভব বল' তারে,
আমিও তা' জানি অসম্ভব,
কিন্তু মনে হয়—(চিন্তা করিয়া)
কি জানি, ভাবিতে নারি,
গোলমাল হয়ে যায় সব—

অশ্ব। মার চিত্তে সন্তানের অশুভসঙ্কেত
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জাগে ; আর তার সাথে
মাতা করে বিশ্বাস স্থাপন যত অসম্ভবে।
এই মাতৃস্নেহ !
দূর্ ছাই, ভাবিতে পারি না, যা হবার হবে !

মালবী। তার আগে, আশীর্ব্বাদ কর’, মৃত্যু যেন হয় মোর।

[দাসীর প্রবেশ]

দাসী। মহারাজ, দেবর্ষি নারদ দ্বারে—

অশ্ব। সসম্ভ্রমে নিয়ে এস তাঁরে—

[দাসীর প্রস্থান ও মালবীর দণ্ডায়মান্ হওন।
নারদের প্রবেশ ও উভয়ের প্রণাম।]

নারদ। মহারাজ, ঘুরিতে ঘুরিতে গিয়ে পড়েছিনু
সুদূর কাম্যকবনে, সাবিত্রীসকাশে।

অশ্ব। বটে ? বটে ? মা’ আমার আছে ভাল ?

মালবী। আশ্রমের দুঃখকষ্টে
মা বুঝি—

নারদ। না, না,
পৃথিবীতে আজি, সাবিত্রীর মত সুখী
আছে কিনা আর কেউ বুঝিতে পারি না।
পতিসেবা, দেবসেবা, আতিথ্যসৎকারে
শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর
দিবানিশি ক্লান্তিহীন পরিচর্য্যা করি,
সাবিত্রী হয়েছে সকলের
নয়নের মণি—একান্ত আপন সকলের।

আশ্রম-বালক আর আশ্রম-বালিকাগণ
কাননের পশুপক্ষী
কন্যা তব, সকলের প্রিয়।
সাবিত্রী বিহনে কারো
মুহূর্ত্তেকো চলেনাক' আর।

অশ্ব ও মালবী। বটে ? বটে ?

নারদ। সাবিত্রী কাম্যকবনে
মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা, আশ্রম-ইন্দিরা,
বনদেবী, সদা পতিপাশে ;
সুখে দুঃখে আনন্দে বিষাদে
সাবিত্রীর শুভ হস্ত,
দেবতার আশীর্ব্বাদ সম,
অকুণ্ঠ কল্যাণে আর দীপ্ত মহিমায়
সর্ব্বত্র বিরাজে সঞ্জীবনী যেন।

অশ্ব। ভুলে গেছে জ্যোতিষের কথা ?

নারদ। কি জানি, রাজন্,
তবে, নিত্য সে পূজিছে ধর্ম্মরাজে—
পূজা সে তো নহে, সে মহাতপস্যা।

মালবী। দেবর্ষি, কর' আশীর্ব্বাদ,
ধর্ম্মপূজা যেন মার বিফলে না যায়।

অশ্ব। জিজ্ঞাসিল সাবিত্রী কি আমাদের কথা ?

নারদ। জানায়েছে তোমাদেরে সহস্র প্রণাম।

মালবী। মিথ্যা হোক্, জ্যোতিষ-গণনা—
চির আয়ুষ্মতী হও, রাজরাণী হও। [পটক্ষেপণ

দ্বিতীয় দৃশ্য

আশ্রমের একাংশ—প্রত্যূষ

চলিতে চলিতে সত্যবানের গান

গান

জাগো হে জগতজন এ মঙ্গল সুপ্রভাতে—
নবারুণ-বৈতালিক এসেছে বিশ্বসভাতে ॥
নিখিল জীবন সূর্য্য
ঘোষে যার জয়-তূর্য্য
অসীম যার মাধুর্য্য বহমান্ এ ধরাতে—
তাঁহারে স্মরণ কর', খোল' বন্ধ আঁখিপাতে ॥

সাবিত্রীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

গান

ওগো সাথী, রহ' সাথে।
আছ' অন্তরে আছ' যে বাহিরে
আছ' প্রাণে, আঁখিপাতে ॥
আছ তুমি মোর সব কামনাতে
আছ তুমি মোর আশা ভরসাতে
আমার জীবন মরণ হরিয়া
আমার দিবস রাতে ॥

সত্য। আসিয়াছ পিছে পিছে ?
সাবিত্রি,
তুমি কি করিতে চাও অলস আমারে
অকর্ম্মণ্য একেবারে ?
কাড়ি লয়ে পিতৃমাতৃসেবা,

গৃহকর্ম্ম, পুরুষের কাজ,
সেবা ও শুশ্রূষা দিয়া আচ্ছন্ন করিয়া,
ক্ষুদ্র শিশু সম,
সারাদিন ঘিরিয়া আমায়,
কি করিতে চাহ মোরে ?

সাবিত্রী। আমি নারী, কর্ম্ম মোর প্রাণ।
সেবা আমাদের ধর্ম্ম, জন্ম-অধিকার।
আমার স্বধর্ম্ম আমি করিব পালন
তাহে কেন হও অন্তরায় ?
ধর্ম্মচ্যুত করিয়া আমায়
কি লাভ তোমার ?

সত্য। বেশ, থাক' তুমি ঘরে সেবা লয়ে—
যেতে দাও বনে মোরে
ফল জল কাষ্ঠ ও সমিধ সংগ্রহে ;
এতো সব পুরুষের কাজ।
পুরুষের কাজ, পুরুষে করিতে দাও।

সাবিত্রী। পুরুষের কাজ ? পুরুষের এই সব কাজ ?
কাষ্ঠ জল সমিধ্ সংগ্রহ ?
এ নহে এমন কার্য্য
নারী যাহা নারে করিবারে।
আর, এও তো নারীর কাজ।

সত্য। তবে আর মোর কাজ কি রহিল ?

সাবিত্রী। তব কার্য্য বেদপাঠ,
দর্শন বিজ্ঞান আর ঋকের রচনা ;

তুমি নর, যুদ্ধ তব কাজ ;—
যুদ্ধ কভু করে নাক' নারী ;
এ আশ্রম রক্ষা তব কাজ ;
আর তব আছে এক গুরুতর কাজ—
নারীরক্ষা,
রক্ষীরূপে সদা তুমি রবে মোর সাথে।
আমি যাব বনে, সাথে রবে তুমি,
আমি রব ঘরে, তুমি রবে পাশে,
আমি নারী, নিতান্ত দুর্ব্বল,
আমারে রক্ষিবে তুমি—

সত্য। (হাসিয়া) সাবিত্রী, জীবনাধিকে—
মনে কর' আমি বুঝি শিশু,
বুঝিনাক' ছলনা তোমার ?

সাবিত্রী। (গদগদ ভাবে)
বোঝ' যদি জীবিত-ঈশ্বর,
কেন তবে সাধ' বাদ সেবায় আমার ?

সত্য। তুমি যে হরিয়া নেছ' একে একে সব অধিকার
আমারে করিয়া রিক্ত।
তাই নিজ শূন্যতায় লাজে মরি সম্মুখে তোমার।

সাবিত্রী। তোমারে করিয়া রিক্ত হইয়াছি আমি ধনী—
এই মোর সুখ।
তুমি যদি সাবিত্রী হইতে,
সাবিত্রীর সুখৈশ্বর্য্য তবে
বুঝিতে পারিতে, আর্য্যপুত্র।

সত্য। কিন্তু এত পরিশ্রমে, অনভ্যস্ত তুমি
বুঝিতে নারিছ, দেবি, কত ক্লান্ত তুমি!

সাবিত্রী। শ্বশুর শ্বাশুড়ী সেবি, স্বামী সেবা করি,
যে রমণী ক্লান্ত হয়,
সে নারী নারীই নয়, দানবী রাক্ষসী—
কলঙ্ক সে নারী-সমাজের।

সত্য। অই হের, প্রিয়ে, প্রাচীর ললাটে,
নবীন অরুণোদয়, তোমার মুখের মত,
চল বনে যাই—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্যুমৎসেন ও শৈব্যার প্রবেশ করিতে করিতে।

শৈব্যা। কখন ঘুমায় আর কখন যে উঠে
বুঝিতে নারিনু আজো।
এই দেখ'—আশ্রমের সব কিছু সারি,
আপনার পূজা সমাপিয়া,
চলিয়া গিয়াছে বনে সমিধ সংগ্রহে।
এতটুকু কাজও রাখে নাই আমার করার—

দ্যুমৎ। সত্য দেবি,
এ লক্ষ্মী অমরা হ'তে মানবীর বেশে
এসেছে মোদের ঘরে, ছলিতে মোদেরে।
মানবীর এত প্রাণ, এত সেবা,
এত নিষ্ঠা, এ দুরন্ত শ্রম—সম্ভব না হয়

শৈব্যা। রাজকন্যা চিরদিন ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে
পালিত বৰ্দ্ধিত হয়ে,

কেমনে সে একদিনে হইল তাপসী ?
সত্যই বিস্ময়, প্রভু, সাবিত্রী মোদের !

দ্যুমৎ। খণ্ড ভাগ্য মোরা, এত সুখ সহিবে কি ?
তাই মনে করি তোলপাড় !
বনবাসী মোরা, বিধিলিপি,
কোন দিন পাই নাই ব্যথা সে কারণ,
কিন্তু, মা লক্ষ্মী আসিয়া থেকে,
সদা বাজে বুকে রাজ্যহারা দরিদ্রের ব্যথা !

শৈব্যা। সাবিত্রী হইত যদি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী,
কিম্বা রাজলক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের,
মানাইত তবে তায়—
এ আশ্রম ঠাঁই নহে তার।

দ্যুমৎ। সত্যবান্ সম সুপুত্র লভিয়া
যে সৌভাগ্য হয়েছে সূচনা,
সাবিত্রীর মত বধূ পেয়ে
সে সৌভাগ্য পরিপূর্ণ আজি।

[পটক্ষেপণ

তৃতীয় দৃশ্য

গভীর বন—রাত্রি

[সাবিত্রী অন্তমনস্ক, দুর্ব্বল ও সর্ব্বদা ভয়চকিত। নীরব। বেশ অসম্বৃত]

সত্য। (সাবিত্রীকে ধাক্কা দিয়া) সাবিত্রী, সাবিত্রী,
দেখ' দেখি কি কাজ করিলে ?
তিন দিন তিন রাত্রি জলস্পর্শ নাই—
এ হেন দুর্ব্বল, শ্রমক্লান্ত দেহ,
না শুনিয়া কারও নিষেধ কেন এলে বনে ?
(কিঞ্চিৎ থামিয়া) কথা কও, দেবি ?
একদিন, শুধু একদিন
আসিতাম একা আমি বনে,
ক্ষতি কি হইত তায় ?
চিরদিন এ কাজে অভ্যস্ত,
কোথা ছিল সাথী এতদিন ?
মাত্র এই একবর্ষ—
হাঁ, আজি পূর্ণ একবর্ষ বিবাহের—নয় ?

সাবিত্রী। (বাধা দিয়া, অস্বাভাবিক ভাবে চিৎকার করিয়া)
স্তব্ধ হও, স্তব্ধ হও, ও কথা বলো না।

সত্য। (সবিস্ময়ে) একি ? একি হ'ল ?
কাঁপিতেছ তুমি ; বস' হেথা, অতীব দুর্ব্বল।
হয়ত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িবে এখনি !
এত যে দুর্ব্বল,

কথা কহিবারও শক্তি নাহি যার,
সে কি আসে বনে ?
[উভয়ের উপবেশন]
সাবিত্রী—

সাবিত্রী। প্রভু—

সত্য। কথা কও—

সাবিত্রী। বৃথা কথা আজিকে নিষেধ,
আজ শুধু ইষ্ট মন্ত্র জপ।

সত্য। যাও তবে আশ্রমে ফিরিয়া
এখনি ফিরিব আমি—

সাবিত্রী। (উত্তেজিত হইয়া সত্যবান্‌কে জড়াইয়া)
না, না, প্রভু,
আমি যাইব না, আমি যাইব না,
স্বামী ছেড়ে আজ মোরে
মুহূর্ত্তের তরেও কোথাও
থাকিতে যে নাই :
তুমি কাছে এস, আরো কাছে এস,
অভিন্নহৃদয় হোক অভিন্নশরীর।

সত্য। হে দেবি, তোমারে আজি প্রকৃতিস্থ নাহি মনে হয়।
কি যেন হয়েছে তব, কি যেন লুকাও—

সাবিত্রী। লুকাবার কিছু নাই নাথ—

সত্য। অত্যন্ত দুর্ব্বল তুমি—

সাবিত্রী। (চোখে জল, মুখে জোর-করা হাসি) না, না,
সম্পূর্ণ সবল আমি।

সত্য। নিশ্চয় অসুস্থ তবে—

সাবিত্রী। না গো না, সম্পূর্ণ সুস্থ—কোন চিন্তা নাই

সত্য। পেয়েছ কি ভয় কোন ?

সাবিত্রী। পতি পাশে সতীর কি ভয় ?

সত্য। পিতামাতা তরে মন তব হয়েছে চঞ্চল ?

সাবিত্রী। পিতামাতা আছেন কুশলে, পেয়েছি সংবাদ—

সত্য। কিছুই হয় নি যদি,
কেন তবে এমন চঞ্চল আর্ত্ত
বিস্রস্ত চকিত ভীত নীরব, হে দেবি ?
এমন তোমারে আমি কভু দেখি নি ত
আজি পূর্ণ বৎসরেক মাঝে ?

সাবিত্রী। (উত্তেজিত ভাবে) হেন দিন আসে নি যে কভু—

সত্য। হেন দিন ? কি হল এ দিনে ?
এ দিন জীবনে মোর প্রিয়তম তিথি
এই দিনে পেয়েছি তোমায়,
এইদিনে সত্যবান হয়েছে সার্থক,
পেয়েছে সে লক্ষ্মী অমরার
আপনার অঙ্কলক্ষ্মী রূপে।
শুভ দিনে. নিন্দিও না দেবি—

সাবিত্রী। (অন্যমনস্ক ভাবে) এদিন সত্যই শুভ দিন,
কিন্তু আজি বর্ষ-শেষ—
আজি—আজি—
[কাঁদিয়া ফেলিল]

সত্য। (সবিস্ময়ে) একি, কাঁদিতেছ কেন ?

সাবিত্রী। (জোর করিয়া হাসিয়া)
কাঁদি নাই, কাঁদি নাই, প্রভু
হাসিতে যাইয়া, ভুলে কেঁদে ফেলিয়াছি।

সত্য। (সবিষাদে) নিশ্চয় ঘটেছে কিছু, বুঝিতে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণে হাসি, কান্না, ভ্রান্তি,
চল' গৃহে যাই—

সাবিত্রী। (অস্বাভাবিক স্বরে)
কোথা যাব? যাবার নাহিক ঠাঁই!
যেথা যাব' সেথাই সে যাবে—
অগম্য তাহার ঠাঁই নাই এ জগতে!

সত্য। (বিস্মিতভাবে) উন্মাদ লক্ষণ!
কে? কে? কে যাবে মোদের সাথে?
জাগ্রতে কি দেখিছ স্বপন?
চল, ঘরে যাই—উঠ—

[সত্যবান উঠিতে গেল, সাবিত্রী তাহার হাত ধরিয়া টানিল। বনস্পতির শাখায় একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল। যমের ছায়াপাত]

সাবিত্রী। (সভয়ে) ঐ—ঐ—আসিয়াছে—অন্ধকার আবরণে,
জানায় পেচককণ্ঠে তার আগমনী।
(উচ্চৈঃস্বরে) দিব না ছাড়িয়া,
যেতে নাহি দিব, রাখিব ধরিয়া,

[সত্যবানের হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইল।

সত্য। (বসিয়া) ভয় কি? পাইয়াছ ভয়?
বসিলাম আমি— (উপবেশন)

[সাবিত্রী সত্যবানকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিল]

একি? ঘুরিয়া উঠিল মাথা—

সাবিত্রী। (তাড়াতাড়ি সত্যবান্‌কে শোয়াইয়া)
শুয়ে পড়' কোলে মাথা রাখি !

[সত্যবানের গায়ে ও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

সত্য। (জড়িত কণ্ঠে) দেবি, একি হল মোর ?
চক্ষে দেখি গাঢ় অন্ধকার
পুঞ্জে পুঞ্জে উঠে ধূম কুণ্ডলীআকার,
নিঃশ্বাস করিছে রুদ্ধ, চক্ষু নাহি খুলে—

সাবিত্রী। (স্বগতঃ) এই সে সময় ! অভ্রান্ত জ্যোতিষ—

সত্য। সাবিত্রী—সাবিত্রী—বড় ঘুম, গাঢ় ঘুম—
কার স্নিগ্ধ করস্পর্শে নেমে এল ঘুম,
ঘুম—ঘু—ম—(মৃত্যু)

সাবিত্রী। এই বিধিলিপি ! অলঙ্ঘ্য ? উত্তম !
ধর্ম্মরাজ, এত পূজা, সব মিথ্যা !
স্বামী সাথে আমারেও নিয়ে চল তবে—
তা না হলে ছাড়িব না দেহ—

[যমের প্রবেশ]

যম। অবোধ রমণী, আমার আদেশ শোন'—
ছাড় শব, দূতগণ মম
অপেক্ষিছে বহুক্ষণ হ'তে।

সাবিত্রী। কে আপনি ?

যম। আমি যম।

সাবিত্রী। যম ? ধর্ম্মরাজ ? বহু ভাগ্য মম,
মর্ত্ত্যের রমণী হ'য়ে, পেনু আমি তব দরশন।
অভাগীর লউন্ প্রণাম। [প্রণাম।

যম। কল্যাণি,
স্বামীর পরাণ তব লইয়াছি আমি,
মিছে কেন মৃতদেহ আঁকড়ি ধরিছ ?
তার চেয়ে গৃহে যাও, নারি,
কর' গিয়ে পরলোকক্রিয়া—
হবে যাহে আত্মার মঙ্গল পতির তোমার।

সাবিত্রী। কিন্তু ধর্ম্মরাজ,
সতী নারী পতি ছাড়ি যাইবে কেমনে,
পুনরায় পতিগৃহে ফিরি ?

যম। যেতেই হইবে।
নাহি যেতে চাও, যাহা ইচ্ছা কর'।
চলিলাম আমি— [গমনোগ্যম

সাবিত্রী। ধর্ম্মরাজ, অন্তকদেবতা, যম,
দয়া করি দিলে যদি দেখা,
ক্ষণেক অপেক্ষা কর।
এতদিন পূজিয়াছি তোমারে দেবতা,
নিশ্চয় তা' জান' তুমি—

যম। জানি বলি, আসিয়াছি নিজে—

সাবিত্রী। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, হয়েছ সদয় যদি—
কৃপা করি দাও সদুত্তর—
কি দোষে হরিলে প্রাণ পতির আমার ?

যম। কাল পূর্ণ যার, পরমায়ু শেষ,
যাবে সে যমের পুরে—
জগতের সনাতন রীতি এ জান না ?

সাবিত্রী। স্বল্পায়ু কেন সে হ'ল, কি পাপে কহ গো দেব—

যম। তা' আমি জানি না, তবে বিধিলিপি এই।
আর বৃথা বাচালতা করি
করায়োনা অপব্যয় মোর সময়ের।
চলিলাম আমি— [গমনোগুম

সাবিত্রী। যমরাজ, মৃতপতি কোলে করি,
সতী নারী রহস্য করে না।
মনের অবস্থা তার
অকারণ বাচালতা করিবারও নয়।
ধর্ম্মরাজ, আমি শুধু সুধাই তোমায়—
পতি মৃত, বিধিলিপি—
আমি কেন বিনাদোষে বিধবা হইব ?
আমার কি দোষ ?

যম। এ-ও বিধিলিপি !
পতির মরণ হ'লে স্ত্রী হবে বিধবা ;—
তব দোষ নির্দ্দোষিতা ইথে কিছু নাই ।

সাবিত্রী। স্ত্রী তবে স্বামীর
জীবন-সঙ্গিনী মাত্র, দেহের সেবিকা ?
জীবনের পরপারে কিম্বা দেহাত্যয়ে
স্বামী সাথে স্ত্রীর সম্বন্ধ নাহিক কিছু ?
ধর্ম্মরাজ, এই ধর্ম্ম পতি ও পত্নীর ?

যম। স্বামী তরু, পত্নী লতা,
তরু যদি ভেঙে পড়ে, লতাও লুটায়—
এ কি খুব বিস্ময়ের কথা ?

সাবিত্রী। ধর্ম্মরাজ, এ উপমা অশ্রদ্ধেয় অতি।
লতা যে আশ্রয় লয় তরুর দেহেতে
সেটা বাহ্য, জড়ের স্বভাব-ধর্ম্ম—
মানুষের ধর্ম্ম তা তো নয়।
এক তরু মরে' গেলে লতা লয় বৃক্ষান্তরে ঠাঁই—
মানুষও কি করিবে তাহাই ?
আমি তাই জানিবারে চাই—
সতী যদি নাহি পারে রক্ষিতে স্বামীরে,
পত্নীপ্রেম না পারে যদ্যপি
বাঁচাতে স্বামীরে তার মরণ হইতে,
মিথ্যা তবে সতীধর্ম্ম, মিথ্যা পতিপ্রেম।

যম। মিথ্যা নয় সতীধর্ম্ম।
পতিরে সেবিয়া সতী, নিজের কল্যাণ করে।
দেবতারে পূজে যে মানব
দেবতার তায় কিবা ক্ষতি লাভ ?
দেব সেবি লভে নর নিজেরি কল্যাণ।
তপস্বী তপস্যা করি লভে ফল
দেবতা তা ভোগ নাহি করে।
পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালি, নারী,
সাধিয়াছ তুমি তব আত্মার মঙ্গল।

সাবিত্রী। ধর্ম্মরাজ,
নরের তপস্যা আর নারীর সতীত্ব-ধর্ম্ম—
এক কহ' তুমি ? মহাভ্রান্ত, যমরাজ।
মানুষ তপস্যা করে মৌন দেবতার

যে-দেবতা তপস্বী হইতে
থাকে দূরে, বহু দূরে, অদৃষ্ট, অজ্ঞাত।
আর, নারীর তপস্যা এক জীবন্ত নরের
সুখে দুঃখে মিলনে বিরহে
ভোগে হাস্যে অশ্রুজলে শোকে
দিবানিশি অশ্রান্ত সেবায়।
জননীর মত পত্নী—স্নেহশীলা,
পতিরে খাওয়ায় স্নেহে, নিজে না খাইয়া,
রুগ্ন পতিপাশে বসি শুশ্রূষা করিছে
ক্লান্তিহীন, শোকে দেয় ভরসা সান্ত্বনা ;
পত্নী—সে ভ্রাতার মত
চিরদিন রক্ষে তারে বাহুবন্ধে ঘিরি সকল আপদ হ'তে ;
পত্নী—সে পতির চির-সাথী, সখী,
সরসরভসালাপে, পুলক-মুখর করি
অবকাশ ক্ষণগুলি তার করে দেয় চিরমধুময় ;
পত্নী—বন্ধু অকৃত্রিম—
কুপথ হইতে তারে চিরদিন সুপথ দেখায় ;
পত্নী—দাসী, চিরদাসী,
প্রাণপণে পতিরে সেবিয়া কৃতার্থ ধন্য সে ;
পত্নী—প্রিয়া, প্রিয়তমা,
যে পতির উপভোগ তরে পত্নীর দেহের স্বর্গ
নিত্য নব নব রূপে রাখে সে উন্মুখ।
দেবতার চেয়ে বড়, সর্ব্বাপেক্ষা আপনার,
হেন যে দেবতা পতি—

তপস্থায় তার, নারী লভে পরমার্থ,
কাম্য তার কিছু নাই, নিঃস্বার্থ পরম।
শুধু সেবা, শুধু প্রীতি—
এমন নিষ্কাম তপে কহ' তুমি ধর্ম্মরাজ,
নরের তপস্থা সম স্বার্থপর ব্রত ?
সতীধর্ম্ম শুধু সেবা প্রীতি ও বিশ্বাস
পাতিব্রত্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাই রমণীর—
সতীধর্ম্ম—মানুষে দেবতা ক'রে, দেবতারে মানুষের প্রিয়।

যম। মাতা,
সতীধর্ম্ম ব্যাখ্যা শুনি তব, হনু প্রীত,—
এইবার দাও মা বিদায়—

সাবিত্রী। পিতা, ধর্ম্মরাজ, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম তুমি,
কিন্তু, এ কেমন ধর্ম্ম তব,
সতীর হৃদয়ে শেল হানি, নিয়ে যাবে পতিরে তাহার ?

যম। কি করিব, দেবি, এই ধর্ম্ম মোর!
কর্ত্তব্যের দাস আমি,
নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা আমি পরাধীন,
বিধিলিপি খণ্ডিব কেমনে ?

সাবিত্রী। আমি তা' বলি না।
উপাস্থ দেবতা মোর নিয়ে যাও যদি
নিয়ে তবে চল' তাঁর উপাসিকারেও!

যম। অসম্ভব।
তব কাল পূর্ণ হবে যবে
বলিতে হবে না, মাতা, আসিব নিশ্চিত।

সাবিত্রী। তবে, পিতা, হল এযে দায়,
পতি ছাড়া সতী হেথা রহিবে কেমনে ?
যম। মূর্খ নারী, আমি নিরুপায়—
লইনু বিদায়— [প্রস্থানোদ্যম
সাবিত্রী। শোন' ধর্ম্মরাজ, শেষ কথা মোর—
যে-ধর্ম্ম অন্যের প্রাণে দেয় হেন ব্যথা,
যে-ধর্ম্ম সতীর ধর্ম্মে জনমায় বাধা,
যে-ধর্ম্ম একের দোষে অন্যে দণ্ড দেয়,
যে-ধর্ম্ম নিষ্ঠুর হেন, নাহি যার ক্ষমা,
সে-ধর্ম্ম অধর্ম্ম মহা, ধর্ম্ম তাহা নয় !
ধর্ম্মরাজ নাম তুমি মিথ্যাই নিয়েছ'—
পরম অধর্ম্মাচারী, তুমি যমরাজ।
যম। বালিকা, তোমার সাথে তর্ক নাহি সাজে
চলিলাম আমি— [একটু চলিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল]
সাবিত্রী। যাও দেখি ? নারিবে চলিতে।
উঠিবে না চরণ তোমার
হেথা হ'তে এক পাও—পথ রুদ্ধ তব !
দেখিব কেমন তুমি ধর্ম্মরাজ যম !
সাধ্য থাকে, শক্তি থাকে, যাও।
আমি যদি সতী হই,
জগতে সতীত্ব যদি ধর্ম্ম কভু হয়,
সতীর তপস্যা যদি সত্য কভু হয়,
যেতে তুমি নারিবে হে যম
রোধিলাম পথ তব !

ফিরায়ে না দাও যদি আমার পতির প্রাণ
পথ রুদ্ধ তব হেথা অনন্ত কালের তরে।
রহ তুমি, রহিলাম আমি,
প্রাণহীন পতি মোর রহিল এ কোলে।

যম। (স্বগত) একি ? সত্যই তো !
রুদ্ধ গতি মোর, উঠে না চরণ !
একি মায়া ? নাকি সতীতেজ ?
(সাবিত্রীকে) সাবিত্রি,
মুক্ত করে দাও পথ মোর,—
মাগ বর, যাহা ইচ্ছা তব, দিব—
শুধু পতিপ্রাণ ছাড়া—

সা। শ্বশুর আমার হৃতরাজ্য দ্যুমৎসেন
ফিরে পান তিনি তাঁর রাজ্য পুনরায়—

যম। তথাস্তু।
এইবার মুক্তি দাও, মাতা।

সা। ফিরে দিলে পতির পরাণ
পথ তব আপনিই মুক্ত হয়ে যাবে।

যম। হয় না তা' মাতা—
অন্য বর চাহ', মাগো, এখনি দানিব।

সাবিত্রী। পিতা মোর অপুত্রক,
শতেক পুত্রের পিতা হন্ যেন মদ্রমহারাজ

যম। তথাস্তু।
তোমার নিষ্ঠায় মাতা অতি প্রীত আমি
কিন্তু কি করিব ?

জন্মিলে মরিতে হবে,
এ অলঙ্ঘ্য বিধি, মাগো, লঙ্ঘিব কেমনে ?
বিধাতাও নিজ বিধিপাশে নতশির।

সাবিত্রী। বিধাতারে নাহি জানি,
জানিতেও নাহি চাহি তাঁরে।
মানুষ জন্মেছে বলি বিধাতার মান।
মানুষ না চিনাইলে কে চিনিত বিধাতারে ভবে ?
আমি নারী, আমার বিধাতা ধর্ম্ম স্বর্গ ও গোলোক
ধ্যান জ্ঞান ইষ্টমন্ত্র সবি মোর পতি !
সে পতিরে ছাড়ি, বৈকুণ্ঠও কাম্য নহে মোর।
আমি চাই পতির জীবন।

যম। অসম্ভব, মাতা।
তোমার সতীত্বতেজে মুগ্ধ ধর্ম্মরাজ।
পতির জীবন ছাড়া শেষ বর লয়ে—
মুক্ত করি দাও পথ, মাগো—

সাবিত্রী। শ্বশুর আমার অন্ধ
দৃষ্টিশক্তি ফিরে দাও তাঁরে।

যম। তথাস্তু।

সাবিত্রী। যমরাজ, সত্যই নিষ্ঠুর তুমি !

যম। কেন দেবি ?

সাবিত্রী। শ্বশুর ছিলেন অন্ধ, ছিলেন ভালই।
প্রথম নয়ন লভি, দেখিবেন তিনি,
একমাত্র বংশধর
প্রিয়তম তনয়ের মৃত দেহ এই ?

যম। আমার কি দোষ, মাতা,
তুমি যা চেয়েছে, দিয়াছি তা' আমি।

সাবিত্রী। চাহিয়াছি, সত্য, কিন্তু
বিবেচনা তোমারই কেমন ?

যম। বিবেচনা করিবার শক্তি স্বাধীনতা
নাহি মা আমার—বলেছি তো !
আমি পরাধীন,
নিয়ম শৃঙ্খলা আর ভবিতব্য দাস।

সাবিত্রী। (আত্মগত ভাবে)
তবু যদি থাকিত তাঁহার পৌত্র পৌত্রী কিছু
হয়ত পেতেন তাঁরা সান্ত্বনা খানিক,
এই ঘোর পুত্রশোকজর্জ্জর অন্তরে।
দেখি মৃত পুত্রমুখ, প্রথম নয়নপাতে,
শ্বশুর শ্বাশুড়ী মোর ত্যজিবেন প্রাণ
একমাত্র পুত্রশোকে—
করিলে কি ধর্ম্মরাজ ?
আরো দুটি প্রাণী হত্যা করিলে এ সাথে ?
পৌত্র পৌত্রী থাকিলে তাঁদের
হয় ত বা পুত্রশোক ভুলিতেন কিছু—

যম। (ব্যস্ত ভাবে)
আমি বর দিনু মাতা
শতপুত্র লাভ হবে তব—
ঘুচাইবে যারা এই দুখ
তোমার ও রাজদম্পতির—

সাবিত্রী। ধর্ম্মরাজ, পতি যার মৃত—
সে কেমনে হবে প্রভু শতপুত্রবতী ?

যম। (অপ্রস্তুত ভাবে)
মাতা, সতীকুলরাণি,
জগতে তোমার কীর্ত্তি রহিল অতুল।
সতীধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ রমণীর।
যে ধর্ম্মের তেজে মৃত্যুপথ রুদ্ধ হয়,
যে-ধর্ম্ম শিখায় নব ধর্ম্ম ধর্ম্মরাজে,
যে-ধর্ম্ম মৃত্যুরে করে জয়,
যে-ধর্ম্ম বিধির বিধি খণ্ডিবারে পারে—
তাহারে প্রণাম করি, প্রণমি সতীরে।

[যমের নমস্কার

মাতা,
অই হের পরাজয় মোর
মৃত্যুঞ্জয়ী সঞ্জীবনে
ধীরে ধীরে সঞ্চারিছে তব পতিদেহে।

সাবিত্রী। ধর্ম্মরাজ, ক্ষমা কর প্রগল্‌ভতা মোর। [প্রণাম

[সূর্য্যের প্রবেশ]

সূর্য্য। বরকন্যা মোর,
গর্ব্ব তোর করিব অনন্ত কাল।
আজিকার এই তিথি,
ভূতলে পবিত্রতম
তিথিরূপে পূজিবে মানব।

[সাবিত্রীর প্রণাম

[চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ধীরে ধীরে সত্যবানের গাত্রোত্থান।

সাবিত্রী। (সত্যবানের পদ ধরিয়া)

নাথ, নাথ—

সত্য। (বিহ্বলের মত চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া)

নিদ্রাগত হয়েছিনু বড়,

জাগায়ে দাও নি কেন, দেবি ?

রজনী প্রভাত এযে—

[যম ও সূর্য্যকে দেখিয়া হঠাৎ থামিল।

একদিকে "সাবিত্রী" "সাবিত্রী" ডাকিতে ডাকিতে অশ্বপতি, মালবী, রাজগুরু ও মন্ত্রীর প্রবেশ। মালবী ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

মালবী। মা, মা,—বাবা সত্যবান্,

বাঁচিলাম, ধড়ে এল প্রাণ—

অশ্ব। চির আয়ুষ্মতী হও, মাতা—

রাজ। বুঝিলাম,

জ্যোতিষ অভ্রান্ত নয়।

মন্ত্রী। (অশ্বপতিকে) মিথ্যা এক ব্যাপার কল্পনা করি,

পূর্ণ এক বর্ষকাল, কি দুর্ভোগ ভুগিলেন প্রভু ?

[অন্যদিক হইতে দ্যুমৎসেন ও শৈব্যার "সত্যবান" "সত্যবান" ও "সাবিত্রী" "সাবিত্রী" ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ। তৎপশ্চাৎ শাল্ব হইতে মুকুট ও দণ্ড হস্তে আগত রাজমন্ত্রীর প্রবেশ।

দ্যুম্যৎ। সত্যবান্, সাবিত্রী মা,

দৃষ্টিশক্তি পাইয়াছি ফিরে অকস্মাৎ।

শাল্ব হ'তে আসিয়াছে দূত—

রাজদণ্ড মুকুট লইয়া মোর তরে।

এ সকল অঘটন ঘটিল কি করি ?

শৈব্যা। (আলিঙ্গন করিয়া)

মালবী ? সখি ?

অশ্ব। মহারাজ দ্যুমৎসেন, সখা— (আলিঙ্গন)

দ্যুম্যৎ। বন্ধু, কি যেন হয়েছে—

[নারদের প্রবেশ

নারদ। মা, সাবিত্রী,

তব নাম ধন্য এ ভুবনে !

সতীতেজে, মৃতপতি ফিরাইয়া আনি,

যমেরে বাঁধিয়া আর সূর্য্যেরে থামায়ে

রাখিলে অতুল কীর্ত্তি।

প্রমাণিলে সতীধর্ম্ম মহাশক্তিমান—

যার বলে,

সতী নারী অসাধ্য সাধন করে—

বিধাতাও নারে যা সাধিতে।

হের দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।

[অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও নেপথ্যে "জয় সাবিত্রী সবিতৃ সুতা" প্রথম গান খানি গীত হইতে লাগিল।

—যবনিকা—

সাবিত্রীর স্বরলিপি

(১)

বৈতালিকের গান (১ পৃষ্ঠা)

স্বর—শ্রীরণজিতকুমার মণ্ডল   স্বরলিপি—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মণ্ডল

IIনা না না র্সা   সার্সা পনা   র্সর্রা   র্সা ণা ধা পা -া I
জ য় সা বি   ত্রী স বি০   ০০   ভূ   সু ০ তা ০

মা মা মা পধা ণসা | ণা পা | পা মা মা রা -া সা -া I
তে জ ম হি০ ০ ০ | য় ০ | জ্যো তি র ম ০ য়ী ০

সা রা রা মা রা | মা পা না র্সা র্স র্সা -া র্সা র্সা I
ম ০ হা ম হী | য় সী হে ম হা মা ০ ন বী

পা র্রা র্রা র্রা র্সা র্সা -া না র্সা সা | র্সা পনর্সর্রা র্সণধপা মরসা II
ধ র ণী ধ ০ ন্য ০ ক রি লে | অ য়ি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

IIরপা পা পা | মা রা | রসা -া | সা রা রা | মা পা পা -া I
আ০ য় ত যু গ | ল০ ০ | ন য় নে | তো ০ মা র

পা পা পা ণা মা পা -া | পা র্রা র্রা র্সা -া র্রা -া
নী লা ম্বু ই ০ ন্দু ০ | কি র ণ বি ০ থা র

রা র্মা র্মা র্রমা রমা | র্সা -া | সা র্রা র্সা | ণা -া পা পা I
চ র ণে লু০ ০০ | টা য় | শ ত দ | ল ০ মা য়া

মপা নর্সা র্রা সনা র্সা | র্সা না র্সা র্সা র্সা পনর্সর্রা সনধপা মরসা II II
অ০ ০০ দী০ ০ প্তি০ ম র ণ জ য়ী ০০০ ০০ ০০ ০০০

(২)

নারদের গান (১৩ পৃষ্ঠা)

স্থর—শ্রীরণজিতকুমার মণ্ডল   স্বরলিপি—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মণ্ডল

[I র্সা র্মা র্জ্ঞা | র্সা র্সা র্সা I ণা সা ণা | দা মা মা I
ভ য় না | ই ও রে ভ য় না | ই ও রে

সা মজ্ঞা দমা | ণদা ণা সা I ণা সা -া | -া -া -া I
ভ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ য় না ই ০ | ০ ০ ০

সা মা মা | মা মা জ্ঞা I জ্ঞমা মদা দণা | ণসা সা -া I
দু ০ র্ব্ব | ল ম নে বা০ সা০ বেঁ০ | ধে০ ভ য়

ণা র্সা ণা | দা মা মা I জ্ঞা মা জ্ঞমা | সা সা -া II
সে থা য় | কে ব লি বি ভি ষি০ | কা ই ০

II জ্ঞা মা মা | ণদা দা ণা I ণা সা র্সা ' দণা সা ণা I
ভ য়ে র | ছা০ য়া য় ঢা কিস্ না কো০ ০ আ

সা -া -া | -া -া -া I ণা র্সা সা ণসা ণা দা I
লো ০ ০ | ০ ০ ০ ও রে অ বো ০ ধ

দা ণা ণা | মদা ণর্সা দা I ণা -া -া | -া -া -া I
আ শার আ | লো০ ০ জ্ব লো ০ ০ | ০ ০ ০

র্সা র্মা র্মা ' র্মা র্মা মা I র্জ্ঞা র্মা র্জ্ঞা | জ্ঞর্মা র্জ্ঞা র্সা I
শ ০ ঙ্কা | হ র ০ জ্ঞ ণা০ ০ দে

ণা র্সা ণা | দা মা -া I জ্ঞা মা ণদা ণা র্সা -া II II
অ ভ য় | বা ণী ০ শু নি স০ | না ই ০

(৩)

নারদের গান (১৭ পৃষ্ঠা)

সুর—শ্রীরণজিতকুমার মণ্ডল স্বরলিপি—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মণ্ডল

II ধা পমগা রগা | মা পা -া I মগা -া গা | সা রা গা I
প থে০০ ০র | মা ঝে ০ ০ ০ তা | রি দে খা

রসা -া সা | রা মা পা I পধা ণধা পা | ধা ধর্রা র্রা I
পাই ০ ঘ | রে যা রে পা০ ০ ০ নি | খুঁ জে০ ০

সা -া -া | রা না -া I র্সা ধা -া | না পা -া II
ভা ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ই ০

II সা সা পা ক্ষা পা -া I সা সা গা রা গা মা I
প থে র ধু লো য় ধু লো ট সে যে ০

রা -া -া | পা মা -া I পা গা না ধা পা -া I
ক ০ ০ | রে ০ ০ ০ ০ প থি কে ০

গা -া পা ধা না -া I ধা -া না ধনা ধা পা I
দে য় প থে রি ০ স ০ ন্ ধা০ ০ ন্

র্সর্রা র্গা র্গা র্রর্গা র্রা র্সা I না র্রা র্সা | না ধা পা I
অ০ ন্ ধ জ০ নে র পা ন্ থ | স খা ০

পা -া -া নধা -া না I ধপা -া -া | -া পমা গা I
সে ০ ০ ০০ ০০ যে০ ০ ০ | ০ ০০ ০

গা গমা গা | রা সা রা I সা রা -া | সরা গা রা I সা -া -া | -া -া -া I
আ তু০ র | তা হা র আ তু ০ | রে০ ০ স ন্তান্ ০ ০০০

র্সা র্সর্রা র্রা | র্রা র্রা র্গা I র্সর্রা র্গর্মা র্মা | র্গা রা র্গা I
প থে০ র | মা লি ক দে০ ০ য় না | দে খা ০

র্রা র্রা -া র্সর্রা র্গর্মা র্গা I র্রা -া ৷ | র্সা র্সনা র্সা I
ত বু ০ ০ ০০০ ০০০ | ০ ০০ ০

না র্সনা ধপা | -া পা ধা I ধা ধা র্রা | র্সা র্সা র্রা I
প থি০ ০ক ০ আ মি প থে ই | তা রে ০

না র্সনা ধা | পধা পা -া II II
চা ০০ ০ | ০০ ই ০

(৪)

সাবিত্রীর গান (২৩ পৃষ্ঠা)

সুর—শ্রীনিত্যানন্দ দাস   স্বরলিপি—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল

II সা রা মা | পা ধা মা I পা র্সা -া | া -া -া I
তো মা রে | দে খে ছি আ মি ০ | ০ ০ ০

র্সর্রা র্সর্রা -া | র্সণা ধপা ধা I মা -া গা | রা -া -া I
আ০ মা০ ০ | রি০ ০০ ম নে ০ ০ | ০ ০ ০

ধ্া রা রা | রা জ্ঞা রা I সরা জ্ঞা -া | -া রা সা I
আ মা র | বু কে র মা ঝে ০ | ০ ০ ০

সরা রমা মপা | পধা ধণা -া I -া ধপা -া | মগা রজ্ঞা রসা II
ম০ ম০ ন০ | য়০ নে০ ০ ০ ০০ ০ | ০০ ০০ ০০

II না র্সা না | ধা পা গা I গমা পা ক্ষা | পা -া -া I
আ মি জা | নি য়া ছ তু০ ০ ০ | মি ০ ০

পা র্রা র্রা | র্রা র্জ্ঞা র্রা I র্সা না র্রা | র্সা -া -া I
উ জ লি | এ চি ত ভূ ০ ০ | মি ০ ০

র্সা র্রা র্সা | ণা ধা পা I মা -া গা | রা -া -া
জ ন ম | অ ব ধি তা ০ ০ | ই ০ ০

ধ্‌া রা রা | -া রা জ্ঞা I সরা জ্ঞা -া | -া রা সা II
আ মি যে | ০ তো মা রি০ ০ ০ | ০ ০ ০

সা পা পা মা | গা রা রা রা I
জ ন ম জ | ন ম ম ম

রগা মা মা গরা | গা গা গা গা I
তু ০ মি যে গো০ প্রি য় ত ম

রগা মগা রা সা | সা রা মা মা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ | দে খা দা ও

পা পা ধা -া | পধা ণধা পা -া I
ম ন হ ০ | র ০ ০০ ০ ০

পা ধা পা মা | পা -া -া -া I
ন ব ভু ব | নে ০ ০ ০

র্সা র্সর্রা র্রা র্সা | ণা ধা পা -া I
আ মা ০ র জী | ব নে আ র্

মা গা রা জ্ঞা | জ্ঞা -া রা সা II II
বা হু বাঁ ধ | নে ০ ০ ০

(৫)

সখীগণের গান (২৩ পৃষ্ঠা)

সুর—শ্রীনিত্যানন্দ দাস | স্বরলিপি—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল

II সা পা পা | পধা -া মা I পা ধা মা | পা ধা ণা I
ফু লে র | হাo o সি মা লা র | ব ন্ ধে

ধা পা মা | গা মা পদা I পা মজ্ঞা রজ্ঞা | সা -া -া I
মা লা র | স্ব প্ নo স ফল্ গo | লা o য়

{ পা দা মা | পা দা র্সা I র্সর্রা র্জ্ঞা র্সা | র্সর্রা র্জ্ঞর্রা র্সা I }
{ বু কে র | ছোঁ য়া য় জীo ব ন | পেo o য়ে }

র্সা র্সা র্সা | পদা পা পা I জ্ঞা রজ্ঞা রা | সা -া -া II
কাঁ টা র্ | ব্যo থা ও তা রেo ভো | লা o য়্

II র্সা -া র্সা -া | ণা ধা ণা -া I পা দা ণা র্সা | ণা দা পা -া I
প্রি o য়ে র্ | ক ন্ ঠ o ল o গ ন | হ র্ ষে o

পা র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা | র্সা র্রা র্সা -া I ণা ধা ণা র্সা | ণা দা পা -া I
প্রি o য়ে র | দে o হে র পু o ল ক | স্প র্ শে o

পা ণা ধা ণা | পা দা পা -া I জ্ঞা রা -া জ্ঞা | সা -া -া -া I
গ o ভী র | সু o খে র রো মা ন্ চ | নে o o o

সা গা গা -া | গা -া সা -া I সা গা -া মা | পা -া -া -া II I
প্রি o য়ে র | কো o লে o ম র ণ্ সে | চা o য়্ o

(৬)

তাপস বালিকাগণের গান (৩০ পৃষ্ঠা)

সুর—শ্রীরণজিতকুমার মণ্ডল স্বরলিপি—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল

I { র্সা -া না ণা | না -া -া -া I গা পা ধা না | গা -া -া -া I
অ ০ স্ত ভা | নু ০ ০ র্ র ০ ক্ত টি | কা ০ ০ য়

সা -া গা -া | সা গা ক্ষা পা I ধা না গা গা | গা -া র্সা -া I
তা ০ রা ০ | না মা ব লী আ ০ বৃ ত | গা ০ ত্রী ০

-া -া না ণা | না -া -া -া } I র্গা -া র্সা -া | র্রা -া না না I
০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ধ্যা ০ ন ০ | গ ০ ম্ভী র

র্সা -া ধা ধা | না -া গা -া I সা -া রা গা | ক্ষা পা ধা না I
মৌ ০ ন ম | হি ০ মা ০ স্বা ০ গ ত | কৃ ষ্ ণা তা

র্সা র্রা র্গা -া | গা -া র্সা -া I -া -া না ণা | না -া -া -া II
প ০ সী ০ | রা ০ ত্রি ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

II পা ক্ষা গা ক্ষা | পা -া -া -া I পা ণা ধা গা | পা -া -া -া I
খো ল ত ব | দ্বা ০ ০ র্ বি পু ল অ | পা ০ ০ র্

সা -া রা -া | গা -া ক্ষা -া I পা ধা -া না | গা -া -া -া I
সৃ ০ ষ্টি র | ম ০ হা ০ র হ ০ স্যা | ধা ০ ০ র্

র্সা -া র্গা -া | র্গা র্জ্ঞা র্গা -া I র্সা -া না -া | না ণা না -া I
মৃ ০ ত্যু র | ম ০ ত ০ শা ন্ ত ০ | স্ত ব্ ধ ০

সা -া রা গা | ক্ষা পা ধা না I র্গা র্রা র্সা না | ধা পা সা -া I
ধ ০ রা য় | জী ০ ব ন অ ০ মৃ ত | দা ০ ত্রী ০

র্সা -া না ণা | না -া -া -া II II
০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

(৭)

সাবিত্রীর গান (৩১ পৃষ্ঠা)

সুর—শ্রীনিত্যানন্দ দাস   স্বরলিপি—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল

II সা -া সা | রা রা রা I জ্ঞরা সণ্‌া ধ্‌ণ্‌া | রা সা -া I
ক ০ ণ্ঠে | তো মা র ভুল বে০ ০ ব লে ০

র্সা র্সর্রা -া | ণধা পা ধমা I মা পা -া | মপা ধা মা I
গেঁ থে০ ০ | ছি০ এ ০ই ফু লে ০ | র০ ০ মা

জ্ঞা -া মা | রা জ্ঞা সা I সরা রমা মা | মা পা পা I
লা ০ ০ | ০ ০ ০ মা০ লা০ ০ | এ ন য়

পধা ধা পমা | পা পা পা I পা পধা ণর্সা | ণধা পা পা :
এ০ যে ০০ | আ মা র I প্রা ণে০ ০র | প০ ণ্‌ চ

মা জ্ঞমা জ্ঞা | রা সা -া II
প্র দী০ প্‌ | জ্বা লা ০

II মা পা -া | ণদা দা ণা I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I
এ ফু ল | য০ দি ০ ক ভু ০ | শু কা য়

র্সা র্সা -া | র্রা র্সা র্রা I র্জ্জর্রা র্সণা -া | র্রা র্সা -া I
দ লি ০ | ও না ০ বঁধু ০০ ০ | তু পা য়

র্সা র্সা -া | র্রা র্রা -া I র্মজ্জা র্মজ্জা র্মা | র্রা র্সা -া I
যু গ ল | বা হু র কো০ম০ ল | মা লা য়

সা -া সা | রা রা -া I পমা জ্জমা -া | রা -া সা II I
ক ০ ণ্ঠ | তো মা র I কর বে০ ০ | আ ০ লা

(৮)

সখীগণের গান (৩৭ পৃষ্ঠা)

সুর—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল স্বরলিপি—শ্রীমতী সুধাকণা মণ্ডল

{ -া -া মা | জ্ঞা জ্ঞা -া II রা মা জ্ঞ | রা সা -া I
আ | কা শে চাঁ দ ঠে ছে ০

সা রা রা | মা মা -া I মপা মপা ধণা | ধা পা -া) I
চাঁ দে র | চু মা ভু০ ব০ ০ন | ভ রা ০

{ -া -া র্সা | র্সা ণর্সা র্রা I র্সা -া ণা ধা পা -া) I
চ | কো রী চন কো রে র্)

মা গা -া | গা -া গা I সা গা গা মা গমা দপা II
বা হু র্ | ব ন ধে প ড় লো | ধ রা ০

II -া -া গা | মা পধা নর্সা I না র্সা -া না র্সা -া I
হ | রি ণী ম নে র ভু লে ০

পা -া পা | পা পা র্রা I র্রা র্রা -া | র্রা র্রা -া I
০ ০ প | শি ল ব্যা ধে র্ ফাঁ দে ০

-া -া র্রা | র্রা র্মজ্ঞা জ্ঞা I র্রা র্রা জ্ঞা | র্রা র্সর্রা র্সা I
০ ০ উ | দা সী ০ ০ প থি ক | ডু টি ০ ০

না -া না | না র্সা -া I র্সর্রা র্সর্রা জ্ঞা | র্রা র্সা -া I
০ ০ কি | সু খ ০ ব্য থা ০ য় | কাঁ দে ০

{ -া -া ণা | ণা ণা -া I ণা ণা -া | ণা ণা -া I
{ ০ ০ তা | র কা র্ নি মে ষ | হা রা ০

-া -া ধা | পা মা -া I পা ণদা দা | দা পা -া) I
০ ০ চা | হ নি র সু ধা০ র | ধা রা ০)

-া -া মা | পা ণা -া I র্সা জ্ঞা জ্ঞা | র্রা র্সা -া I
০ ০ ভূ | ব নে ০ প ড়় ছে | ঝ রে ০

-া -া ণা | ধা পা মা I পা ণদা দা | দা পা -া II II
০ ০ মি | ল নে ০ নি বি০ ড় | ক রা ০

(৯)

নারদের গান (৪৯ পৃষ্ঠা)

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল

II না না না ধা পা পা মা ধা পা মা গা মা I
ক রু ণা নি ধা ন তাঁ হা র বি ধা ন

পধা না না ধা পা ধা | ন্ধা পা -া -া -া -া I
অ০ ক রু ন ক ভু | ন য় ০ ০ ০ ০

সা রমা মা -া মা মা গা মা পা | ধা ণা ধা I
ও রে০ স ং শ য়ী মি ছে আ শ ঙ্ কা

পা ধা পা | মা মা মা গপা মগা রসা | -া -া -া II
অ কা র | ন শো ক ভ০ ০০ ০০ | য় ০ ০

II {মা মা মা | ধা ধা না | না র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I
{জ গ ত | যাঁ হা র | ই ০ চ্ছা | য় চ লে

না র্সা র্সা | র্সা র্ঋা র্সা | না র্সা না | ধা ধা ধা I}
নি রু পা | য় জী ব | মি ছে কো | লা হ লে }

ধা র্গা র্গা | র্গা র্গা র্গা | র্গা র্মা র্গা | র্ঋর্সা না র্সা I
বি ০ শ্বা | স আ র | নি ০ র্ভ | র০ তা র

না র্সা না | ধা ধা না | ধা না -া | মা -া -া I
হা রা ও | না হ বে | জ ০ ০ | য় ০ ০

মা মা মা | গা ধা না | র্সা -া -া | র্সা -া -া II II
হা রা ও | না হ বে | জ ০ ০ | য় ০ ০

(১০)

সত্যবানের গান (৫৪ পৃষ্ঠা)

সুর—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল স্বরলিপি—শ্রীমতী সুধাকণা মণ্ডল

II ন্‌া -া সা | মা -া | -া -া I মা পা পা | ণদা ণদা | পা পা I
জা ০ গো | হে ০ | ০ ০ জ গ ত | জ০ ০০ | ন এ

পা র্সা র্সা | না -া | দা পা I মপা দা পা | -া -া | -া ঋর্সা I
ম ০ ঙ্গ | ল ০ | সু প্র ভা০ ০ তে | ০ ০ | ০ ০০

র্সা র্সা -া | ঋর্সা ঋর্া | র্সা -া I পা র্সা না | দা -া | পা -া I
ন বা ০ | রু০ ০ | ন ০ বৈ ০ তা | লি ০ | ক ০

মা ণা ণা | দা পা | মা মা I গা -া ঋা | গঋা -া | সা -া II
এ সে ছে | বি ০ | শ্ব স ভা ০ তে | ০০ ০ | ০ ০

II মা পা পা | দা -া | দা না I না র্সা র্সা | -া -া | -া -া I
নি খি ল | জী ০ | ব ন স্হ ০ র্য্য | ০ ০ | ০ ০

র্সা ঋ্মা ঋ্মা | র্সঋ্মা র্গঋ্মা | র্সা র্সা I না র্সা র্সা | -া -া | -া -া I
ঘো ০ যে | যা০ র০ | জ য় ত্ব ০ র্য্য | ০ ০ | ০ ০

পা র্সা না | নর্সা নর্সা | দা পা I পা -া পা | পা -া | পা দা I
অ সী ম | যা০ ০০ | র মা ধু ০ র্য্য | ০ ০ | ০ ০

মা ণা দা | পা -া | মা গা I গা -া ঋা | সা -া | -া -া I
ব হ মা | ন ০ | এ ধ রা ০ তে | ০ ০ | ০ ০

সা সা সা | মা -া | মা মগা I মা পা -া | -া -া | পা পা I
তাঁ হা রে | স্ম ০ | র ণ ক র ০ | ০ ০ | খো ল

পা র্সা র্সা | না -া | দা পা I মপা দা পা | -া -া | -া ঋসা II II
ব ০ ন্ধ | আঁ ০ | খি ০ পা০ ০ তে | ০ ০ | ০ ০০

(১১)

সাবিত্রীর গান (৫৪ পৃষ্ঠা)

স্বর—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল

স্বরলিপি—কুমারী ইন্দুমতী ভড়

না সা II রা পা পা | -া রা মা I জ্ঞা রা সা : -া সনা সা I
(ও গো) সা ০ থী | ০ র সা ০ থে ০ ও ০ গো

রমা পা পা | -া রা মা I জ্ঞা রা সা | -া ন্‌া সা I
সা০ ০ থী | ০ র হ সা ০ থে | ০ (আ ছ)

সরা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা মা I রা মা জ্ঞা | রা সনা সা } I
অ০ ন ত রে আ ছ যে বা হি রে আ০ ছ }

রমা পর্সা র্সা -া ণধা পা I মজ্ঞা রা সা -া ন্‌া সা II
প্রা০ ০০ ণে ০ আঁ০ খি পা০ ০ তে ০ ও গো

II পা পা পা মা জ্ঞা মা I পা না না র্সা নর্সা নর্সা I
আ ছ তু মি মো র স ব কা ম না০ তে০

-া -া -া | -া -া -া I পা র্রা রা | র্জ্ঞা র্রা -া I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ আ ছ তু | মি মো ০

পা ধা র্রর্সা | র্রা র্মর্জ্ঞা র্জ্ঞা I -া -া -া | -া র্রা র্সা I
আ শা ভ০ | র সা০ তে ০ ০ ০ | ০ ০ ০

র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সর্রা র্সা I ণা ধা পমা | পা দা পা I
আ মা র | জী ব০ ন ম র ণ০ | হ রি য়া

মা মপা মা | জ্ঞা রা সা I রা পা পা | -া সন্া সা II II
আ মা র | দি ব স রা ০ তে | ০ও০ গো

—সমাপ্ত—

প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকা-লিপি

১৮ই ভাদ্র, ১৩৪৫ সাল

পুরুষ

অশ্বপতি—গীতা চক্রবর্ত্তী
বৈতালিক—ইন্দুমতী ভড়
কাশীরাজ—ইন্দুমতী ভড়
কাঞ্চীরাজ—অপর্ণা দাস
কোশলরাজ—সুষমা ব্যানার্জ্জী
বিদর্ভরাজ—ব্রহ্মময়ী শীল
মলয়রাজ—লীলা বল্লভ
বঙ্গেশ্বর—শিবরাণী রায়
কলিঙ্গরাজ—কমলা ঘোষ
রাজগুরু—বেলা ঘোষ
ভাট—দুর্গা ভড়
নারদ—রেণুকা দেওয়ানজী
মন্ত্রী—পুষ্প শেঠ
সত্যবান—দেবরাণী ব্যানার্জ্জী
দ্যুমৎসেন—মহামায়া পাল
যম—রতনমালা ভড়
সূর্য্য—অপর্ণা দাস
দূত—মায়া রায়

স্ত্রী

মালবী—গায়ত্রী চ্যাটার্জ্জী
সাবিত্রী—স্মৃতিকণা মুখার্জ্জী
শৈব্যা—বেলা ব্যানার্জ্জী
পরিচারিকা—পুষ্প রায়
তাপসবালিকাগণ—নীরা বরাট, মিনতি দাস, জ্যোৎস্না রায়চৌধুরী, সুষমা ব্যানার্জ্জী, লতিকা শীল, দুর্গা ভড়, বিভা নন্দী, মীরা চ্যাটার্জ্জী।
সখীগণ—(১ম) রেখা ব্যানার্জ্জী, বেদানা রায়, শান্তি দাস, নিভা শীল, রেখা বসু, যূথিকা বসু, হিমানী শীল, প্রীতি নাগ।
সখিগণ—(২য়) লতিকা শীল, নীরা বরাট, ভানু দেওয়ানজী, সত্যবতী মল্লিক, কমলা মণ্ডল, স্মৃতিকণা বসাক, রাণী বসাক, রমা মুখার্জ্জী, স্নেহ কান্তিলাল, অরুণা দাস, হীরামণি রায়।
পুরনারীগণ—প্রণতি ভট্টাচার্য্য, শান্তি মজুমদার, মণিমালা ভড়, মনোরমা গাঙ্গুলী।

পরিচালক — { শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল ও শ্রীমতী সুধাকণা মণ্ডল